ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে আমরা যা শুনেছি

[BENGALI]

ROYAL COMMISSION OF INQUIRY
INTO THE TERRORIST ATTACK
ON CHRISTCHURCH MOSQUES
ON 15 MARCH 2019

TE KŌMIHANA UIUI A TE WHAKAEKE
KAIWHAKATUMA I NGĀ WHARE
KŌRANA O ŌTAUTAHI I TE
15 O POUTŪ-TE-RANGI 2019

26 November 2020

ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে আমরা যা শুনেছি

প্রকাশিত 26 নভেম্বর 2020

আইএসবিএন 978-0-473-54879-7 (পিডিএফ)
আইএসবিএন 978-0-473-55300-5 (পেপারব্যাক)

© কপিরাইট 2020

এই নথিটি অনলাইনের এই ঠিকানায় উপলব্ধ রয়েছে:
www.christchurchattack.royalcommission.nz

ECF এবং FSC প্রত্যয়িত কাগজ ব্যবহার করে মুদ্রিত যা এসিড মুক্ত এবং জীবাণুবিয়োজ্য

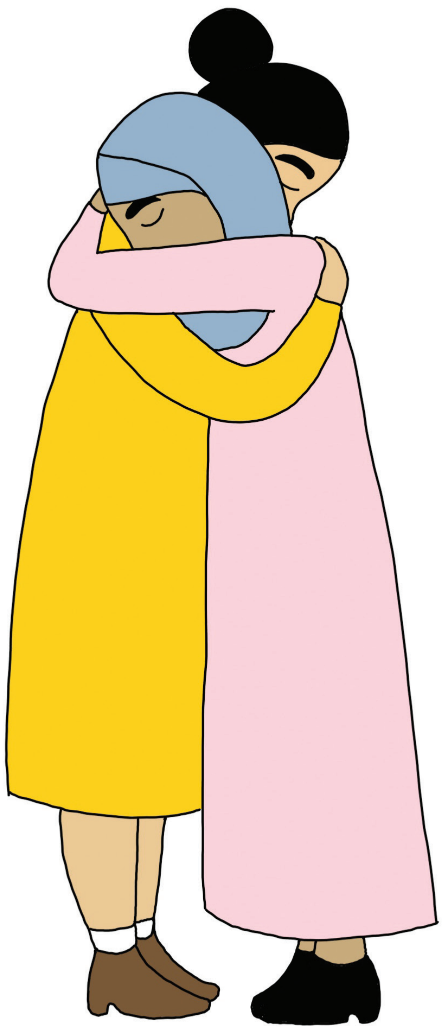

এটা আপনার দেশ
এবং আপনার এখানে
নিরাপদে থাকার কথা

এই চিত্রণ এবং লেখা শিল্পী রুবি জোন্স দয়া করে উপহার দিয়েছেন।
রয়্যাল কমিশন রুবির প্রতিভা এবং উদারতা নিগূঢ়ভাবে প্রশংসা করে।

কমিশনারদের কিছু কথা

আস্‌সালামু আলাইকুম এবং সকলকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হওয়া 51 জন শহীদ এবং হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ এবং হামলার প্রত্যক্ষদর্শীদের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এই প্রতিবেদন শুরু করছি। আমাদের পুরো তদন্ত কার্যক্রমের কেন্দ্রে ছিলেন আপনারা। তদন্ত কার্যক্রমে আপনাদেরকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রাখার গুরুত্বটা আমরা শুরু থেকে অনুধাবন করেছি। সন্ত্রাসী হামলার বিভিন্ন বর্ণনা, অভিজ্ঞতা ও প্রমাণকগুলো সম্পর্কে যত বেশি জানতে পেরেছি, তত বেশি আমরা প্রকৃত ঘটনার প্রভাব ও সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছি এবং এই অনুধাবন ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের মূল্যায়নও পরিবর্তিত হয়েছে। সন্ত্রাসী হামলার ভয়ংকর বাস্তবতা এবং এর চলমান প্রভাব সম্পর্কে অনুধাবন করতে আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। আপনারা আমাদের নিকট যে অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন তা এতদসংশ্লিষ্ট আরো অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এবং এ বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাছাড়া নিউজিল্যান্ডের জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধ করতে যে সক্ষম সে মর্মে নিশ্চয়তা দেওয়ার ক্ষেত্রেও উক্ত অভিজ্ঞতাগুলো আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করা, আপনাদের মনের কথাগুলো খুলে বলা এবং আপনাদের বাড়িতে আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে তথ্য শেয়ার করার কারণে আপনাদের প্রতি আমরা অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সন্ত্রাসী হামলায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাগুলোর মাধ্যমে আমাদের পুরো তদন্ত কার্যক্রম সাজানো হয়েছে। এই ধরনেরে ভয়ংকর হামলা থেকে বেঁচে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কঠিন বাস্তবতা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়েছে। ঘটনাগুলো আমাদেরকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে এবং আমরা মনে করি যে, ঘটনার বর্ণনাগুলো আমাদের প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

আমরা আরো স্বীকার করছি যে, অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে হয়তো যে সময় এবং পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল তা তাদের জন্য যথোপযুক্ত ছিল না। আমরা আরো স্বীকার করছি যে, আনুষ্ঠানিক এবং সময়াবদ্ধ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন সাক্ষৎকারগুলোতে তথ্য শেয়ার করতে ইচ্ছুক এরূপ সকল ব্যক্তির অনুরোধ-উপরোধ বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি। আমরা আরো স্বীকার করছি যে, এখানে যেসব ঘটনার বর্ণনা এবং প্রমাণক তুলে ধরা হয়েছে তা 51 জন শহীদ, হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ এবং হামলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের শতভাগ প্রতিনিধিত্ব করে না। পাঠকদের আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। উক্ত হামলায় গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাগুলোর মাধ্যমে আমরা যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি পেয়েছি সে সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য আমরা পাঠকদের অনুরোধ করছি।

Hon Sir William Young KNZM
চেয়ারম্যান

Jacqui Caine
সদস্য

সূচিপত্র

পরিভাষাকোষ বা শব্দকোষ		4
অধ্যায় 1	ঘটনার অনুষঙ্গ	6
	15 মার্চ 2019 তারিখে ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা তদন্তে রয়্যাল কমিশন অব ইনকোয়ারির গঠন	6
	তদন্ত প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতাসমূহ	7
	তদন্তের সময়সীমা	7
	এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য এবং এর প্রক্রিয়াসমূহ	8
	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের আমরা যেসব প্রশ্ন করেছি	11
অধ্যায় 2	সন্ত্রাসী হামলার প্রভাব	13
	সন্ত্রাসী হামলার প্রত্যক্ষ প্রভাব	13
	পরোক্ষ প্রভাব	15
	নিউজিল্যান্ড অধিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া সহযোগিতা	16
	সরকারি সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য চ্যালেঞ্জিং ছিল	16
অধ্যায় 3	একজন মুসলিম হিসেবে নিউজিল্যান্ডে জীবনধারণ	25
	নিউজিল্যান্ডকে সাধারণত ইতিবাচকভাবে দেখা হয় তবে সেখানে ব্যাপক বর্ণবাদ, বৈষম্য এবং ইসলামফোবিয়ার (ইসলাম বিদ্বেষ) উপস্থিতি রয়েছে	25
	পক্ষপাতের (প্রভাব অচেতন বা অন্যথায়), বিশেষত গণমাধ্যমে	27
অধ্যায় 4	সন্ত্রাসী ব্যক্তির ব্যাপারে উত্থাপিত প্রশ্নাবলী এবং তার ব্যাপারে সরকারী খাতের সংস্থাগুলো কি জানত	31
অধ্যায় 5	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক প্রস্তাবিত সমাধানগুলো	33
	মসজিদে বর্ধিত নিরাপত্তা	33
	মানবাধিকার, বৈচিত্র্য গ্রহণ এবং ক্ষতিকর চরমপন্থার প্রভাব হ্রাস করা	34
	নিউজিল্যান্ডের জাতীয় নিরাপত্তা পদ্ধতিতে উন্নতিসমূহ	36
অধ্যায় 6	ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়সমূহ	39
	সন্ত্রাসী হামলার প্রতি নিউজিল্যান্ড পুলিশের পাল্টা জবাব	39
	বিচার ব্যবস্থার সাথে অপরাধী ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়া	40
পরিশিষ্ট	এই নথি প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া	41

পরিভাষাকোষ বা শব্দকোষ

শব্দ	সংজ্ঞা
hijab	কিছু মুসলিম নারীরা মাথা আবৃত করতে যা পরিধান করে
intelligence and security agencies	সরকারী যোগাযোগ নিরাপত্তা ব্যুরো এবং নিউজিল্যান্ড নিরাপত্তা গোয়েন্দা পরিষেবা। এটি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা আইন 2017-এর অধীনে একটি বিধিবদ্ধ শব্দ।
masajid	একটি আরবী শব্দ যা একাধিক মসজিদ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
masjid	মসজিদের আরবী শব্দ যেখানে মুসলমানরা এবাদত করে। আরবী ভাষায় মসজিদকে আক্ষরিকভাবে 'সিজদা করার স্থান (প্রার্থনায়)' হিসেবে অনুবাদ করে।
Masjid an-Nur	একটি আরবী শব্দ যা আল-নূর মসজিদকে বোঝায়।
masjidain	একটি আরবী শব্দ যা দুটি মসজিদ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
shuhada	একটি আরবী শব্দ যা "শহীদ"-এর বহুবচন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই নথিতে shuhada শব্দটি 2019 সালের মার্চ মাসের 15 তারিখে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ হিসেবে মারা যাওয়া লোকদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
wider New Zealand Intelligence Community	গোপনীয় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, মূল্যায়ন বা অন্যথায় ব্যবহার করে এমন সরকারী খাতের সংস্থাগুলোর সমষ্টি এবং ঐসকল সংস্থাগুলো যারা বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ নীতি এবং ক্রিয়াকলাপের জন্য গোপনীয় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে এবং/অথবা ব্যবহার করে। নিউজিল্যান্ডের গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের সংস্থাগুলো (প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জাতীয় নিরাপত্তা দল, সরকারী যোগাযোগ নিরাপত্তা ব্যুরো এবং নিউজিল্যান্ড নিরাপত্তা গোয়েন্দা পরিষেবা) এবং অন্যান্য সরকারী খাতের সংস্থাগুলো যেমন সংশোধন বিভাগ, ইমিগ্রেশন নিউজিল্যান্ড, প্রাথমিক শিল্প মন্ত্রণালয়, নিউজিল্যান্ড শুল্ক পরিষেবা, নিউজিল্যান্ড প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং নিউজিল্যান্ড পুলিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
পরিবার-পরিজন	Te reo Māori (Māori ভাষা) পরিবার-পরিজন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের প্রতীক একটি স্থায়ী এবং শাশ্বত আওটেয়ারোয়া নিউজিল্যান্ড আইকন, কোরু দ্বারা অনুপ্রাণিত।.

উন্মুক্ত ফার্ন ফ্রন্ড শান্তি, প্রশান্তি, বৃদ্ধি, ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জাগরণের প্রতিনিধি। শান্তির এই মাত্রা ইসলামের জীবন্ত বিশ্বাসের অর্থেও অন্তর্নিহিত।

আমরা এই টাওঙ্গা এবং নিউজিল্যান্ডবাসীদের সামনে যে যাত্রা আছে তাকে সমান্তরাল ভাবে দেখছি।

সাতটি উন্মুক্ত ফ্রন্ডের সাতটি সেট সহ koru নকশা এটিও দেখাচ্ছে যে 15 মার্চ 2019 ছিল ইসলামী চন্দ্র ক্যালেন্ডার, 7 রজব 1440 অর্থাৎ সপ্তম ইসলামিক মাসের সপ্তম দিন।

অধ্যায় 1: ঘটনার অনুষঙ্গ

1. 15 মার্চ 2019 তারিখে ক্রাইস্টচার্চে অবস্থিত মসজিদ আন-নুর এবং লিনউড ইসলামিক সেন্টারে মুসল্লিরা নামাজরত থাকা অবস্থায় ডানপন্থী একজন সন্ত্রাসী মসজিদ দুটিতে হামলা চালায়। এই হামলায় 51 জন ব্যক্তি শহীদ হন এবং আরো 40 জন গোলাবারুদ থেকে জখমপ্রাপ্ত হন।

2. এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে দুটি ঘোষণা এসেছিল, যা নিম্নরূপ:

   a) 21 মার্চ 2019 তারিখে সরকার ঘোষণা করেছিল যে, সামরিক স্টাইলের সেমি অটোমেটিক্স, অ্যাসল্ট রাইফেল এবং হাই ক্যাপাসিটি অস্ত্রের ড্রাম (ম্যাগাজিন) অনতি বিলম্বে নিষিদ্ধ করা হবে। এক্ষেত্রে একটি বাই-ব্যাক স্কিম (Buy-Back Scheme) চালু করা হবে।

   b) 25 মার্চ 2019 তারিখে সরকার আরো ঘোষণা করেছিল যে, যেসব ঘটনার প্রেক্ষিতে এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি রয়্যাল কমিশন অব ইনকোয়ারি গঠন করা হবে।

3. 26 মার্চ 2020 তারিখে 51 জন ব্যক্তিকে হত্যা এবং আরো 40 জন্য ব্যক্তিকে হত্যাচেষ্টা এবং সন্ত্রাসী হামলা বিষয়ক আনীত অভিযোগের দোষ স্বীকার করে একজন অস্ট্রেলিয়ান পুরুষ তার জবানবন্দি দিয়েছে। 27 আগস্ট 2020 তারিখে তাকে বিনা প্যারোলে আজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অত:পর 01 সেপ্টেম্বর 2020 তারিখে 'সন্ত্রাসবাদ দমন আইন 2002' -এর ধারা 22 -এর অধীনে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী তাকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আইনের এই ধারায় নির্দেশ করা হয়েছে যে, সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তির সকল সম্পদ জব্দ করা হবে এবং কোন ব্যক্তি এই ধরনের কার্যক্রমে সহযোগিতা করলে তা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। আমরা এই ডকুমেন্টে উক্ত সন্ত্রাসীর নাম উল্লেখ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এর পরিবর্তে তাকে 'ব্যক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছি।

15 মার্চ 2019 তারিখে ক্রাইস্টচার্চ মসজিদে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা তদন্তে রয়্যাল কমিশন অব ইনকোয়ারির গঠন:

4. সন্ত্রাসী হামলা প্রেক্ষিতে গঠিত রয়্যাল কমিশন অব ইনকোয়ারি সন্ত্রাসী হামলার আগ পর্যন্ত উপরোল্লিখিত ব্যক্তির কার্যক্রম অনুসন্ধান করবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো তদন্ত করবে:

   a) 15 মার্চ 2019 তারিখের আগে উল্লিখিত সন্ত্রাসীর ব্যাপারে সরকারি সংস্থাগুলো যা জানতো তা খতিয়ে দেখা;

   b) এই জ্ঞান দিয়ে (যদি নিয়ে থাকে) তারা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করা;

   c) এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধে সরকারি সংস্থাগুলোর আরো কিছু করার ছিল কিনা তা অনুসন্ধান করা; এবং

   d) ভবিষ্যতে এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধে সরকারি সংস্থাগুলোর করণীয় বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা।

5. রয়্যাল কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন:

a) সরকারি সংস্থাগুলোর কাছে এমন কোন তথ্য ছিল কিনা যা তাদেরকে সন্ত্রাসী হামলাটির ব্যাপারে সতর্ক করতে পারতো;

b) সরকারি সংস্থাগুলো কিভাবে একে অপরের সাথে তথ্য শেয়ার করেছে বা তাদের মধ্যে সমন্বয়ের ধরন কেমন ছিল;

c) কাউন্টার টেরোরিজম রিসোর্সের মনোযোগ যথাযথ না হওয়ার কারণে সরকারি সংস্থাগুলো এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলার পূর্বাভাস করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কিনা সে ব্যাপারে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ;

d) এই কার্যক্রমে সরকারি সংস্থাগুলো প্রযোজ্য স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলতে পেরেছে কিনা বা তাদের কোন ঘাটতি ছিল কিনা সে ব্যাপারে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং

e) অন্য কোন তথ্য প্রয়োজন কিনা যা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করতে সাহায্য করবে।

6. রয়্যাল কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে সুপারিশ প্রদান করবে:

a) সরকারি সংস্থাগুলো যে পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ, শেয়ার এবং বিশ্লেষণ করেছে সে পদ্ধতির উন্নতি সাধন সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদান;

b) ভবিষ্যতে এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধে সরকারি সংস্থাগুলোর কার্যধারায় উন্নতি সাধন সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদান; এবং

c) অন্য যে কোন সুপারিশ যা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করতে সাহায্য করবে।

7. এসব সুপারিশের মধ্যে আইনি পরিবর্তন (অস্ত্র ও গোলাবারুদ আইন ব্যতীত), নীতিগত, বিধিগত বা অনুশীলনগত পরিবর্তনও অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে।

তদন্ত প্রতিবেদনের সীমাবদ্ধতাসমূহ:

8. রয়্যাল কমিশনকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে তদন্ত করার অনুমতি দেওয়া হয় নি:

a) উক্ত সন্ত্রাসী হামলার সাথে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণ করা;

b) অস্ত্র ও গোলাবারুদ আইনে কোন সংশোধনী আনা;

c) সরকারি সংস্থার বাইরে বেসরকারি সংস্থা বা অন্য কোন সংগঠনের কাযকর্মের তথ্য অনুসন্ধান; এবং

d) সন্ত্রাসী হামলা শুরু হওয়ার পরে সরকারি সংস্থাগুলো যে পদ্ধতিতে সাড়া দিয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান।

তদন্তের সময়সীমা:

9. রয়্যাল কমিশন 10 এপ্রিল 2019 তারিখ থেকে কাজ করা শুরু করেছে এবং 13 মে 2019 তারিখ থেকে বিভিন্ন প্রমাণক সংগ্রহ করা শুরু করেছে। আমাদের কার্যক্রমে বেশ কিছু ধাপ ছিল যা বারবার সম্পন্ন করতে হয়েছে। এর মধ্যে কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ, প্রমাণক সংগ্রহ করা, সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন তৈরি ও তথ্য উপস্থাপন উল্লেখযোগ্য।

10. এই প্রতিবেদন দাখিলের প্রাথমিক সময়সীমা ছিল 10 ডিসেম্বর 2019 তারিখে। পরবর্তীতে তা দুই ধাপে বৃদ্ধি করে 26 নভেম্বর 2020 তারিখে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধির পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল:

- প্রচুর পরিমাণ প্রমাণাদির প্রাপ্তি ও তা যাচাই-বাছাই করা; এবং
- কোভিড- 19 মহামারীর কারণে সৃষ্ট সমস্যা।

11. আমরা গভর্নর জেনারেল ডেইম প্যাটসি রেডি-এর কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেছি। অত:পর গভর্নর জেনারেল বিবেচনার জন্য তা সরকারের কাছে দাখিল করেছেন।

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য এবং এর প্রক্রিয়াসমূহ:

12. সন্ত্রাসী হামলায় শহীদ 51 জন ব্যক্তির পরিবার-পিরজন হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ এবং এই হামলার প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে সরাসারি যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করাটা রয়্যাল কমিশনের তদন্ত প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা আমাদের তদন্ত প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় অবস্থানে ছিলেন। 15 মার্চ 2019 তারিখের অতি দুঃখজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে এই রয়্যাল কমিশন গঠন করা হয়েছে।

13. এই হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ সকলকে সামষ্টিকভাবে 'ভিক্টিম' তথা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বলা যায়। যাইহোক, তাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা 'ভিক্টিম' হিসেবে অ্যাখ্যায়িত হতে অপছন্দ করেন। হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে নিজেদেরকে কোন ধরনের নামে আখ্যায়িত করতে চান না। সে কারণে এই ডকুমেন্টে আমরা 51 জন শাহাদতবরণকারী পরিবার, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদেরকে 'ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শী' নামে আখ্যায়িত করেছি।

14. এই ডকুমেন্টের মূল ফোকাস হলো ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো বিস্তৃত পরিসরে রেকর্ড করা। পাওয়া তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে উক্ত ঘটনার বর্ণনা বা প্রমাণকগুলোর প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করাটাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি।

15. সন্ত্রাসী হামলা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে যোগাযোগ করে (তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী) সাক্ষাৎকার নেওয়াটাকে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছি। আমরা শহীদদের স্ত্রী, স্বামী, মা, বাবা, ভাই, বোন, সন্তান-সন্ততি, আংকেল, আন্টি, কাজিন ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। অনুরূপভাবে, সন্ত্রাসী হামলায় শারীরিক ও মানসিকভাবে আহত ব্যক্তিবর্গ, হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিবর্গ এব হামলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাদের পরিবারের সাথেও আমরা সাক্ষাৎ করেছি।

16. আমরা যখন তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছিলাম তখন আমাদের কাছে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা ছিল না। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদে এতদসংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোও আমাদের সাথে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের নাম ও যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় করতে পারেননি। এ কারণে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার নিমিত্ত আমরা তাদেরকে উন্মুক্তভাবে ঘোষণা দিয়ে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ডেকেছিলাম।

17. আমরা স্থানীয় ইমামদের এই মর্মে ঘোষণা দেওয়ার জন্য বলেছিলাম যে, ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা চাইলে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন। আমাদের এই উন্মুক্ত আহবান সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানোর নিমিত্ত আমরা বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে বলেছি। এরূপ সংগঠনের মধ্যে ক্রাইস্টচার্চ মুসলিম লিয়াঁজো গ্রুপ, মুসলিম কমিউনিটি রেফারেন্স গ্রুপ, ভিক্টিম সাপোর্ট এবং মিনিস্ট্রি অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট -এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া আমাদের এই আহবান আমাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছি এবং বিভিন্ন প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই আহবান পৌঁছে দিয়েছি। তাছাড়া 0800 লাইন কলারের মাধ্যমে মানুষের কাছে এই আহবান প্রেরণ করেছি। সর্বোপরি, হামলায় আক্রান্ত দুই মসজিদের নোটিশ বোর্ডেও আমরা উক্ত আহবানের কপি টাঙ্গিয়ে দিয়েছি।

18. কমিউনিটি ভিত্তিক আইনী সংগঠন 'জাস্ট কমিউনিটি' এবং উপদেষ্টামূলক সংগঠন 'ন্যাভিগেইট ইউর ওয়ে ট্রাস্ট' আমাদেরকে সহায়তা করেছে। তারা ছোট ও বড় পরিসরে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। এই দুই সংগঠনের মাধ্যমে আমরা এমন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরেছি যা হয়তো তাদের সহায়তা ব্যতীত সম্ভব হতো না। তাদের সহযোগিতার জন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

19. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সুবিধাজনক সময় এবং স্থান বিবেচনায় নিয়ে আমরা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। কিছু লোক আমাদেরকে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আবার কিছু লোক কমিউনিটি সেন্টার, ক্যাফে, লাইব্রেরি রুম, হোটেলে কথা বলার ক্ষেত্রে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। সব সাক্ষাৎকার গোপনীয়তা রক্ষা করে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অনুশীলনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে। তাছাড়া তারা যে মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করছেন তার প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট রাখা হয়েছে।

20. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শী যাদের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করেছি তারা 22 টি ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন এবং 50 টির বেশি ভাষায় কথা বলেন। তাদের কাছে যাওয়ার সময় আমাদের এ সকল বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়েছিল।

21. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে কয়েকজন তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষা'ৎকার দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আবার অন্যান্যদের কিছুটা সময় লেগেছিল। আমরা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রতি সম্মান দেখানোর চেষ্টা করেছি। তাছাড়া মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও অনুশীলন যেমন: ইদ্দত পালন, রমজান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, হজ, মোহররম ইত্যাদি বিষয় আমরা আমাদের বিবেচনায় রেখে সাক্ষাৎকার নিয়েছি।

22. তদন্ত কাজ করার সাথে সাথে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বেশি কিছু বিষয় ঠিকঠাক মতো হচ্ছিল না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে ফিডব্যাক পাওয়াটাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি। তারা আমাদের কাছে অভিযোগের সুরে যে বিষয়গুলো বলেছিলেন তা হলো: সাক্ষাৎকারে দোভাষী না থাকা (হয়তো দোভাষী থাকলে তারা আমাদের সাথে আরো সহজভাবে তথ্য প্রদান করতে পারতেন) এবং সাক্ষাৎকারের রুমের সেট-আপ যুৎসই না হওয়া (কারণ এর মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ পেয়েছে)। তাদের কাছ থেকে পাওয়া এসব ফিডব্যাকের কারণে আমরা আমাদের কার্যক্রম পুনরায় সাজিয়েছি যাতে তারা সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এবং তাদের কথা অন্যজনকে শুনানোর ক্ষেত্রে স্থানটিকে নিরাপদ ভাবেন। আমরা আশা করছি, তাদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে আমাদের যে উদ্দেশ্য ছিল তা তাদের কাছে পরিষ্কার ছিল যদিও কিছু বিষয় তাদের মনপূত হয়নি।

23. 15 মার্চ 2019 তারিখের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমরা বেশ কিছু বিষয় অর্জন করার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম তাঁরা যাতে নিজের ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও প্রমাণগুলো তাঁদের নিজের ভাষায় বলতে পারেন। কোন কোন বিষয়ের প্রেক্ষিতে এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলা হয়ে থাকতে পারে সে ব্যাপারে আমরা তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া সরকারি সংস্থাগুলোকে এই ধরনের হামলা ঠেকাতে সাহায্য করবে তাঁদের এরূপ অন্য কোন চিন্তা-চেতনা থাকলে তাও আমরা জানার চেষ্টা করেছি।

24. আমাদের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল শুধু শুনা এবং রেকর্ড করা। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরাই সাক্ষাৎকারগুলোতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। লোকজন তাঁদের প্রিয়জন হারানোর দু:খ শেয়ার করেছেন এবং উক্ত সন্ত্রাসী হামলায় তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। তারা রয়্যাল কমিশন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করেছেন, এটি কী, এটি কিভাবে কাজ করে এবং কোন পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে এই কমিশনের কতটুকু ক্ষমতা আছে ইত্যাদি। কিছু লোক নিউজিল্যান্ডের পুলিশ, সরকার বা সরকারি সংস্থার সমালোচনা করার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক ছিলেন। অন্যান্য দেশে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তারা মনে করেছেন যে, সরকারের সমালোচনা করলে তা হয়তো তাদের জন্য নেতিবাচক ফল বয়ে আনবে। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন বলেছেন, সরকারি সংস্থা থেকে তারা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাচ্ছেন না। সে কারণে তারা আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। কেউ চাকরি পাওয়ার জন্য আবার কেউ পারিবারিক সাহায্য পাওয়ার জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজনকে নিউজিল্যান্ডে নিয়ে আসার ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছেন। এই ধরনের সহযোগিতা আমাদের আয়ত্তের বাইরে ছিল, কিন্তু যখনই সম্ভব হয়েছে তখনই আমরা তাদের উক্ত সমস্যাদি সমাধানের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছি।

25. সাক্ষাৎকারের মধ্যে কিছু বিষয় এমন ছিল যা আমাদের 'টার্মস অব রেফারেন্স' -এর বাইরে ছিল। যাইহোক, নিউজিল্যান্ডের জনগণকে স্বস্তি দেওয়াটাও আমাদের টার্মস অব রেফারেন্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে কারণে যে সকল ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করেছি তাদের সমস্যাদির ব্যাপ্তি তুলে ধরাটা আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যা এবং তদসংশ্লিষ্ট সমাধানের সার-সংক্ষেপ এই ডকুমেন্টে আলোচনা করা হয়েছে।

26. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে সাক্ষাৎকারগুলো গোপনীয়তা রক্ষা করে নেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ তাদের সাথে রয়্যাল কমিশনের যে কথাবার্তা হয়েছে তা গোপনীয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সহযোগিতা করার জন্য আমরা তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা পেয়েছি। আমরা তাদের গভীর কষ্ট ও হতাশাগুলো অনুভব করেছি। তাদের গল্প ও অভিজ্ঞতাগুলো এখানে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো এই, তারা যেন তাদের প্রাপ্য সম্মান পান। তাদের কথাগুলো সুনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে বর্ণনা করেছি। জনগণের গোপনীয়তা রক্ষা করতে সকল উদ্ধৃতি বেনামী করে দেওয়া হয়েছে। কোন জায়গায় কারো উদ্ধৃতি থেকে থাকলে তা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রাতিষ্ঠানিক বিবৃতি থেকে নেওয়া। আমরা স্বীকার করছি যে, এই উদ্ধৃতিসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সকলের অভিজ্ঞতার শতভাগ প্রতিনিধিত্ব করে না।

27. এমন কঠিন দু:খের সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের উদার মানসিকতা এবং আমাদের সাথে কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করার জন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 51 জন শহীদকে কেন্দ্রীয় অবস্থানে রেখে সংগৃহিত কথাবার্তা এবং প্রমাণক পাওয়ার কারণে আমাদের তদন্ত প্রক্রিয়া শক্তিশালী হয়েছে। ফলশ্রুতিতে আমাদের প্রতিবেদনটিও যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে।

28. 15 মার্চ 2019 তারিখে মসজিদ আন-নুর এবং লিনউড ইসলামিক সেন্টারে পরিচালিত সন্ত্রাসী হামলার এই তদন্ত প্রতিবেদনে আমরা বিভিন্ন মিটিং থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পাশাপাশি সাক্ষাৎকার ও গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেছি।

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের আমরা যেসব প্রশ্ন করেছি

29. সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমরা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলাম না। বরং তারা যাতে তাদের ঘটনা, দলিল ও অভিজ্ঞতাগুলো তাদের সুবিধাজনক সময়ে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করতে পারেন সে মর্মে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদেরকে সুযোগ করে দিয়েছিলাম। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে প্রশ্ন করেছিলাম যাতে তারা আমাদের সাথে স্বাভাবিকভাবে আলোচনায় লিপ্ত হন। প্রতিটি প্রশ্ন ব্যক্তির পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে করা হয়েছিল। যে সব বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

- তাদের উপর এবং তাদের পরিবার পরিজনের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রভাব;
- সন্ত্রাসী হামলার পূর্বে নিউজিল্যান্ডে তাদের জীবনাচার কেমন ছিল:
  - i) নিউজিল্যান্ডে থাকার সার্বিক অভিজ্ঞতা কেমন লেগেছে; এবং
  - ii) 15 মার্চ 2019 তারিখের আগে তারা কখনো নিজেদের অনিরাপদ মনে করেছিলেন কিনা বা তারা ইতিপূর্বে এরূপ বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা চেয়েছিলেন কিনা;
- তারা যাতে নিজেদের আরো বেশি নিরাপদ মনে করেন এবং অন্যরা যাতে তাদের সাদরে গ্রহণ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে নিউজিল্যান্ড সরকার অতীতে কী পদক্ষেপ নিতে পারতো; এবং
- নিউজিল্যান্ডে এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে এবং নিউজিল্যান্ডকে সবার জন্য নিরাপদ করতে সরকার ভবিষ্যতে কী পদক্ষেপ নিতে পারে।

অধ্যায় 2: সন্ত্রাসী হামলার প্রভাব

সন্ত্রাসী হামলার প্রত্যক্ষ প্রভাব

1. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জীবনে উক্ত সন্ত্রাসী হামলা কি রূপ প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে তারা আমাদেরকে বলেছেন। এই হামলায় শারীরিকভাবে আহত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে, তাদের সেরে উঠার প্রক্রিয়াটা অনেক ধীরগতির। অনেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে গুরুতর আহত হয়েছেন যার একটা আজীবন প্রভাব থেকে যেতে পারে।

2. জখমপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের একাধিকবার সার্জারি হয়েছে তারা তাদের ক্ষত পুরোপুরি সেরে না উঠার কথা বলেছেন। অনেকে বলেছেন, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর আগের মতো কাজ করবে না। অনেকে তাদের শরীরে অস্ত্র ও বুলেটের খণ্ডিতাংশ থাকার কথা বলেছেন। জখমপ্রাপ্তদের মধ্যে কয়েকজনের সার্বক্ষণিক সাহায্য লাগে এবং অনেকে বিশেষায়িত যন্ত্র ছাড়া চলাফেরা করতে পারছেন না।

   "সেদিন আমার ডান পায়ের উরুতে বুলেটের খণ্ডিতাংশ ঢুকে গিয়েছিল। পরবর্তীতে তা আমার লিভারে প্রবেশ করেছে। এটি শরীরে আরো ক্ষতি করছে। বুলেটের কিছু অংশ এখনো আমার শরীরে আছে। কয়েকদিন আগে আমি পেটে ব্যথা অনুভব করছিলাম। সার্জনরা আমাকে জানিয়েছেন যে, বুলেটের খণ্ডিতাংশ আগের জায়গা থেকে সরে এখন মাংসে ঢুকে গেছে। তা যদি পেটের দিকে যায় তাহলে তারা আমাকে জানাবেন এবং সে সময়ে তারা তা অপারেশন করে বের করার চেষ্টা করবেন। তবে বর্তমানে তা আমার শরীরে থাকাটা নিরাপদ।"

3. আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে তাদের চাকরিতে ফিরে যেতে পারেন নি। অনেকের পেশা পরিবর্তন করতে হয়েছে। অনেকে বলেছেন, তাদের নিয়োগকর্তারা তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সহযোগিতা করেছেন এবং সুস্থ হওয়ার জন্য তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সময় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে চাকরি হারিয়েছেন, কারণ তারা তাদের আগের কাজগুলো করতে পারছিলেন না। আরো কয়েকজন তাদের ব্যবসা হারানোর কথা বলেছেন।

4. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন-এর কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সন্ত্রাসী হামলা পরবর্তী সময়গুলো তাঁদের কিভাবে কেটেছিল তা আমরা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছি। কয়েকজন তাদের মৃত প্রিয়জনকে শনাক্ত করার যন্ত্রণাটি এভাবে শেয়ার করেছেন:

   "আমার মা-বাবার পরিচিত এক ব্যক্তি বলেছেন, তিনি অপারেশন থিয়েটারে আমার ভাইকে দেখেছেন। এ খবর শুনে আমার পিতা-মাতা সেখানে দৌঁড়ে গেলেন এবং সেখানে প্রায় ছয় ঘণ্টা অপেক্ষা করেন। ইতিপূর্বে তাঁরা আন-নুর মসজিদের বাইরে প্রায় চার ঘণ্টা যাবত অপেক্ষা করেছিলেন। এরপরে তারা জানতে পারেন যে, তারা যে 13 নং রোগীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন তা আসলে আমার ভাই ছিল না। হাসপাতাল থেকে জানানো হয়েছে যে, সেখানে তারা আমার ভাইকে পান নি।"

5. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে বলেছেন, ভিক্টিম শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ প্রকিয়াটি তাদের জন্য অতিরিক্ত যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছিল। তাদের অনেকে বলেছেন, সন্ত্রাসী হামলার 24 ঘণ্টার মধ্যে তারা পুলিশ ও হাসপাতালের স্টাফদের কাছ থেকে সাংঘর্ষিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য পেয়েছিলেন। তাঁদের একজন বলেছেন, তিনি নিজের চোখে তার প্রিয়জনকে নিশংসভাবে নিহত হতে দেখেছেন। তথাপি পুলিশ সদস্য এবং হাসপাতালের কিছু স্টাফ তাঁকে আশা না হারাতে বলেছেন এবং আরো বলেছিলেন যে, হয়তো অন্য কোন হাসপাতালে তার প্রিয়জনের চিকিৎসা চলছে। এই ধরনের মিথ্যা আশা তাদের জন্য আরো বেশি কষ্ট বয়ে এনেছে।

6. যে সকল মানুষদের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করেছি তারা বলেছেন, ঘটনাস্থল থেকে তাদের প্রিয়জনকে সরাতে এবং পরবর্তীতে তাদের মৃত্যুর খবর পেতে দীর্ঘ সময় পোহাতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন বলেছেন, পুলিশের কাছ থেকে তার প্রিয়জনের মৃত্যুর খবর জানার পরিবর্তে তারা পত্রিকা মারফত তা জানতে পেরেছেন।

7. কিছু কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন বলেছেন, পুলিশ তাদেরকে ঘটনাস্থলে ঢুকে তাদের প্রিয়জনকে খুঁজে বের করার জন্য অনুমতি দেয়নি। তাদের প্রিয়জন নিহত হয়েছেন কিনা বা তাদেরকে হাসপাতালে পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তারা বাধ্য হয়ে সন্ত্রাসী হামলার লাইভ স্ট্রিম ভিডিওটি দেখেছিলেন।

> "তথ্য ঘাটতি, যোগাযোগের ঘাটতি, মসজিদে ঢুকতে না পারা, মেডিক্যাল স্টাফ ব্যতীত অন্যদেরকে কয়েক ঘণ্টা যাবত ঘটনাস্থলে ঢুকতে না দেওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তারা উপসংহার টানতে বাধ্য হয়েছেন যে, পুরো ঘটনাটি তাদের জন্য অবহেলা ও অযত্নের প্রদর্শনী ছিল।"

8. তারা হতাশা জানিয়ে আরো বলেছিলেন, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তাদের বেশ সময় লেগেছিল। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, হয়তো এই কাজে স্টাফদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, অথবা মুসলিম নামের ধরন এবং বানান সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কম ছিল, যার ফলশ্রুতিতে হাসপাতালে তাদের প্রিয়জন খুঁজে পেতে তাদের বেশ দেরি হয়েছিল। এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেকে ভুলা বুঝাবুঝির শিকার হয়েছিলেন।

9. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রত্যেকে কোন না কোন মনস্তাত্বিক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। সমস্যাগুলোর মধ্যে রাগ, ভয়, দুশ্চিন্তা, হতাশা, পাগলামি, সার্ভাইভার গিল্ট সহ ইত্যাদি মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে মানসিক রোগের সহায়তা বা কাউন্সেলিং পেয়েছেন বা পেয়ে আসছেন এবং এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বলেছেন যে, তাঁদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদেরও মানসিক সমস্যা হয়েছিল।

10. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে বলেছেন, তারা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখতেন এবং এই ভয়ংকর স্বপ্ন দেখার কারণে তারা ঘুমাতে পারতেন না। তাদের প্রিয়জনকে এভাবে নি:শেষ হয়ে যেতে দেখা তাদের জন্য প্রচণ্ড পীড়াদায়ক ছিল। তাদের অনেকে নিয়মিতভাবে ভীতিকর দু:স্বপ্ন দেখার কথা জানিয়েছেন। একজন বলেছেন:

> "ঘুমাতে গিয়ে ভীতিকর স্বপ্ন দেখার চেয়ে না ঘুমিয়ে পাশের লোকজনের সাথে কথা বলা ভালো।"

11. সন্ত্রাসী হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া শিশুর পিতামাতা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তাদের সন্তানরা আগের মতো নেই। তাদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, যেমন উচ্চ শব্দের ভয় অথবা স্কুলে যেতে না চাওয়া। একজন অভিভাবক বলেছেন, হামলা থেকে তার সন্তানের বেঁচে যাওয়া সত্ত্বেও তার মনে হয়েছে যেন তিনি তার সন্তানকে হারিয়ে ফেলেছেন।

12. তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শিশুদের মনের উপর এই সন্ত্রাসী হামলার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব থাকার কথা বলেছেন। যেমন এই ঘটনা তাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করতে পারে। আমাদেরকে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসী হামলার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব থেকে সেরে উঠতে ক্রাইস্টচার্চের মুসলিম শিশুদের সাথে যথাযথভাবে মিশা, তাদের বাস্তবতাভিত্তিক সহায়তা প্রদান করা এবং তাদের মানসপটকে বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

13. আমাদেরকে আরো বলা হয়েছে যে, শারীরিকভাবে আহত হননি এরূপ ব্যক্তিরা অন্য সাহায্যকারীদের পক্ষ থেকে তোড়জোড় শুরু করার আগ পর্যন্ত কোন ধরনের সাহায্য পান নি। সাহায্য নিতে গেলে তাঁদের অনেককে বলা হয়েছে যে, তারা সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী সাহায্য পাওয়ার যোগ্য নন। সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যে মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও গোঁজামিল লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়টি আরো বিস্তারিত পরিসরে আমরা নিচে আলোচনা করব।

পরোক্ষ প্রভাব

14. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদরা এই সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে তাঁদের জীবনে আপতিত কয়েকটি পরোক্ষ প্রভাবের কথা আমাদের জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন বলেছেন, এই ঘটনার পরে তাদের আত্মীয়-স্বজন বা স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা বণ্টন নিয়ে তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি দেখা দিয়েছে এবং পরিবারের খরচের বোঝা বহন করা নিয়েও তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে। সাধারণত দেখা যায়, আহত ব্যক্তিদের সেবা শুশ্রুষার জন্য আসা ব্যক্তিরা বিদেশ থেকে নিউজিল্যান্ডে এসেছেন। সেবা শুশ্রুষা করতে আসাটা তাঁদের অনেকের জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে:

> "সেবা করতে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের বিদেশে ভালো জীবন-জীবিকা ছিল তাদের জন্য এখানে আসাটা কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ নিউজিল্যান্ডে তাদের যোগ্যতা, কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাগুলোকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করা হতে পারে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে তাদের এখানে থাকাটা দুশ্চিন্তার উপর দুশ্চিন্তা যোগ করবে।"

15. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোর মধ্যে অনেকে তাঁদের স্বামী হারিয়েছেন বা তাঁদের স্বামী গুরুতরভাবে জখমপ্রাপ্ত হয়েছেন। এই ধরনের মহিলাদের জন্য সন্ত্রাসী হামলাটি শুধু মানসিক কষ্টের নয়, বরং তা প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতায় বহুমাত্রিক। অনেকের কাছে স্বামী হারানো মানে তাঁদের পরিবারের মূল উপার্জনকারী ব্যক্তিকে হারানো। ফলে মহিলাদের মধ্যে অনেকে নতুন নতুন দক্ষতা যেমন: ড্রাইভিং, ফাইন্যান্সাল লিটারেসি ইত্যাদি অর্জন করার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে, কিছু মহিলাকে তাদের ব্যক্তিগত দু:খ কষ্টের পাশাপাশি অতিরিক্ত অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। ফলে তারা নতুন চাকরি খোঁজা বা পড়াশুনা করা বা নিজের জন্য সময় বের করতে পারছেন না।

16. 15 মার্চ 2019 তারিখের সন্ত্রাসী হামলার পরে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের অনেক সদস্য অন্যান্য পরোক্ষ কারণে মারা গেছেন এবং অনেকে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। একজন বলেছেন, 15 মার্চ 2019 তারিখের পরে তার পরিবারের দুই জন ব্যক্তি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছেন। তার মধ্যে একটি হার্ট অ্যাটাক ছিল ভয়ংকর। তারা বলেছেন, সন্ত্রাসী হামলার কারণে তাদের ভিতরে যে মানসিক যন্ত্রণা চলছিল তার পরোক্ষ প্রভাব ছিল হার্ট অ্যাটাক। অন্য এক মহিলা জানিয়েছেন, সন্ত্রাসী হামলার কয়েকদিন পরে একটি গাড়ির দুর্ঘটনায় তাঁর স্বামী মারা যান। সন্ত্রাসী হামলায় তাঁর স্বামীর বন্ধু মারা গিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর স্বামী রাতে ঠিকভাবে ঘুমাতে পারতেন না। তাঁর ধারণা, এই হামলা থেকে উদ্ভূত ভয়ংকর মানসিক ক্লান্তির কারণে তাঁর স্বামী গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

নিউজিল্যান্ড অধিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া সহযোগিতা

17. কয়েকজন বলেছেন, নন-মুসলিম নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার কারণে তারা আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অনেকে বলেছেন, সন্ত্রাসী হামলার পরে তারা পুরো দেশ জুড়ে সবার কাছ থেকে আন্তরিকতা ও মায়ামমতা পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বলতে চেয়েছেন যে, এই সন্ত্রাসী হামলার কারণে সৌভাগ্যবশত তারা একে অপরের কাছে আসা ও সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছেন।

18. বন্ধু বা প্রতিবেশীর কাছ থেকে পাওয়া সহযোগিতার জন্য আমরা তাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখেছি। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন বলেছেন, তারা যখন নিউজিল্যান্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন, তখন এই ধরনের সহযোগিতা তাদেরকে এখানে থাকার ক্ষেত্রে নতুন করে অনুপ্রেরণা যোগিয়েছে। তারা আশা করছেন, নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের প্রদর্শিত এই সহযোগিতা ও সহমর্মীতার মানসিকতা যেন চলমান থাকে এবং তা যেন সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে না যায়।

সরকারি সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য চ্যালেঞ্জিং ছিল

19. নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা সরকারি সংস্থার কাছ থেকে সাহায্য নিতে গিয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সে ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করেছেন। এসব হতাশার মধ্যে সাধারণ বিষয়গুলো ছিল: সাংস্কৃতিক বৈচিত্র অনুধাবনের ঘাটতি, এই অনুধাবনক্ষমতার উন্নয়নে প্রচেষ্টার ঘাটতি এবং আইন ও অনুশীলনগত ঘাটতি যা এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে কাটিয়ে উঠার জন্য যথোপযুক্ত ও বাস্তবতাভিত্তিক নয়।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র অনুধাবনে ঘাটতি

20. তাদের অনেকে বলেছেন, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র তথা: মুসলিম কমিউনিটির বিশ্বাস এবং রীতিনীতি অনুধাবনে সরকারি সংস্থার স্টাফদের মধ্যে ঘাটতি ছিল।

> "ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে যেসব সেবা দেওয়া হয়েছে তা ছিল লেনদেনমূলক, স্বল্পমেয়াদী এবং স্বল্পদৃষ্টিবোধ সম্পন্ন। স্পষ্টত দেখা গেছে যে, ভিক্টিম কমিউনিটির কাজের ধরন, উক্ত কমিউনিটির জটিল বিষয়গুলো শনাক্তকরণ এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও ঘটনার স্মৃতিগুলো আমলে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে যোগ্যতা লাগে তা তাদের ছিল না।"

21. তারা বলেছেন, সাংস্কৃতিক যে বৈচিত্র ও ভিন্নতা রয়েছে তা অনুধাবন করা হয়নি এবং এই ধরনের অনুধাবনক্ষমতার উন্নয়নে তারা তেমন কোন পদক্ষেপও নেননি।

> "সেবার মান বাড়ানো, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ার জায়গায় সরকারি সংস্থাগুলো হয়তো কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন নি বা তারা মুসলিম কমিউনিটির এমন কিছু ব্যক্তির উপর নির্ভর করেছেন, যাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছে, সরকারি সংস্থাগুলো তাদের কাজ দেখানোর জন্য এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন।"

"মনোযোগ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের কথাবার্তা শোনা, তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং তাদের সাথে যথোপযুক্ত উপায়ে মিশার চেষ্টা করা - এই তিনটি বিষয় একত্রে থাকতে হবে। এই তিন বিষয়ের সমন্বয় থাকলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে যথাযথ উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবা দিতে পারবেন।"

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পরিবারের একজন সদস্য

22. আমরা আরো শুনেছি যে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক সেবা ও সহযোগিতা প্রদান করার সময় মুসলিম কমিউনিটির সাংস্কৃতিক ও আচারগত বৈচিত্র এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের বিষয়গুলো আমলে নেওয়া হয়নি। মসজিদ আন-নুর এবং লিনউড ইসলামিক সেন্টারে গমন করা ব্যক্তিরা 50 টি ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে নিউজিল্যান্ডে এসেছেন। সেখানে ভাষা ও সংস্কৃতিগত বাঁধা রয়েছে, যা আমরা ইতিপূর্বে শুনেছি। এই কারণে সরকারি সংস্থার সাথে কাজ করতে গিয়ে আরো জটিলতা তৈরি হয়েছে। আমরা শুনেছি:

> "সন্ত্রাসী হামলার এক বছর পরেও অনেক পরিবার এখনো উপযুক্ত সেবা ও সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করছেন, যা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে সরবরাহ করা হবে এবং যা তাদের জটিল প্রয়োজনগুলো পূরণ করবে।"

23. তাদের অনেকে বলেছেন, সাংস্কৃতিক, শারীরিক, মানসিক কল্যাণ এবং অন্যান্য বিষয়গুলো অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলোর প্রচেষ্টায় ঘাটতি ছিল। ফলে তারা মনে করেন যে, উক্ত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও সহযোগিতা সর্বোত্তম অনুশীলন অনুসারে হয় নি এবং তারা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, সরকারি সংস্থাগুলো তাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করছেন।

24. সরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত মিটিংগুলোতে অনেক সময় কোন দোভাষী ছিলেন না। আমাদের আরও বলা হয়েছিল যে সন্ত্রাসী হামলার তদন্তের সময় নিউজিল্যান্ড পুলিশ যখন তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তখন কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া এবং প্রত্যক্ষদর্শীর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছিল। ফলে ভাষান্তরের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদেরকে তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, যা তাদের জন্য আরো অতিরিক্ত কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

25. তারা আরো বলেছেন, উপযুক্ত ভাষান্তরের অভাব থাকার কারণে সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সম্পর্কে জানতে এবং উক্ত সাহায্য পেতে গিয়ে তাদেরকে বহুবিধ সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তাদের মনে হয়েছে যে, প্রাপ্ত দোভাষীরা পক্ষপাতহীন ছিলেন না বা তারা সংশ্লিষ্ট তথ্য যথাযথভাবে তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন না।

26. তারা আরো বলেছেন, নিউজিল্যান্ডের বাইরে থাকা পরিবার-সদস্য যারা তাদেরকে সেবা-শুশ্রূষা ও সাহায্য করার জন্য এখানে এসেছেন তাদের জন্য উপযুক্ত এন্ট্রি ভিসা পাওয়া বা তাদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে।উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সব স্বামীহারা মহিলাদের আত্মীয়-স্বজন নিউজিল্যান্ডের বাইরে থাকেন। তাদের আত্মীয়-স্বজনকে স্বল্পমেয়াদী ভিসা দেওয়া হয়েছে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

27. কিছু ব্যক্তি বলেছেন, সেবা শুশ্রূষার জন্য আসা ব্যক্তিদের জন্য ডিসক্রিশনারি ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে 15 মার্চ 2019 তারিখে নিউজিল্যান্ডে থাকার যে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে তা তাদের জন্য উদ্বেগজনক। তারা হতাশ হয়েছেন যে এমন বিশেষ পরিস্থিতিতে এই ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়নি।

ক্ষতি পুষিয়ে উঠার প্রয়োজন পূরণ করার নিমিত্ত প্রযোজ্য নীতি ও অনুশীলনসমূহ বাস্তবতাভিত্তিক ছিল না

28. সরকারি সংস্থা কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে যোগাযোগ করার বিষয়ে আমরা অনেক কিছু শুনেছি। সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার কথা স্বীকার করলেও তারা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও অনমনীয়তা থাকার কথাও উল্লেখ করেছেন।

29. কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে শুনেছি যে, সরকারি সংস্থার সাথে কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে আরো কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। তারা বলেছেন:

> "...মানসিক যন্ত্রনার কারণে কেউ হয়তো কথা বলতে পারে নি, কেউ হয়তো মনের ভাব ঠিকঠাক মতো প্রকাশ করতে পারেনি, তবে সন্ত্রাসী হামলার পরে সরকারি সংস্থার সাথে কাজ করাটা নিজেকে পুনরায় মানসিক যন্ত্রণা দেওয়ার শামিল ছিল। কারণ তারা এদের সুস্থ হওয়ার অক্ষমতাটাকে কমে যেতে দেয়নি।"

30. আমরা আরো জেনেছি যে, সরকারি সংস্থাগুলো যে পদ্ধতিতে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন তা তাদেরকে আরো বেশি দুর্বল করেছে এবং তাদের চলমান কষ্টের সাথে আরো নতুন কষ্ট যোগ করেছে।

> "বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে তাদের প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও বাধার শিকার হচ্ছেন।কারণ তারা যে পদ্ধতিতে সেবাগুলো পাচ্ছেন তা তাদেরকে আরো বেশি দুর্বল করে তুলছে। প্রদত্ত সেবাগুলোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেই এবং যেসব মানসিকতার কারণে এই ধরনের সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হয়েছে তা দূর করার প্রচেষ্টা নেই।"

31. আমরা আরো জেনেছি যে, ক্ষয়ক্ষতির জবানবন্দি (Victim Impact Statement) দেওয়ার উদ্দেশ্য কী ছিল তা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদেরকে পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। তাদের অনেকে বলেছেন, এই জবানবন্দি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের দোভাষী দরকার হয়েছিল। কিন্তু রায় প্রদানের আগে বিচার মন্ত্রণালয়ের স্টাফরা তাদের জন্য দোভাষী রাখার ব্যবস্থা করেন নি। এ কারণে বিচার মন্ত্রণালয়ের স্টাফদের কাছে কয়েকজন জবানবন্দি দিতে পারেননি। একজনের মতে, প্রক্রিয়াটির শুরুর দিকে মনে হয়েছিল মুসলিমদের উপর সন্ত্রাসী হামলার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জানাচ্ছেন যা তাদেরকে ছোট করার মতো ছিল। যাইহোক, পরে আদালতে জবানবন্দি দিতে পরে নিজেদেরকে বড় মনে হয়েছিল। এই জবানবন্দিটি পূর্বে প্রদত্ত স্ট্যান্ডর্ড ফর্মের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়নি।

32. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশের কাছে দেওয়া প্রাথমিক জবানবন্দি এবং ক্ষয়ক্ষতির জবানবন্দির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেননি।

সরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি

33. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য একাধিক সরকারি সংস্থা ও সংগঠন কাজ করেছেন। বিশেষত, একসিডেন্ট কমপেনসেশন কর্পোরেশন, মিনিস্ট্রি অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, ভিক্টিম সাপোর্ট -এর মতো সংগঠনের সাথে কাজ করা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে, বেশ কিছু সেবা ও সহযোগিতা একাধিক সংগঠন দিচ্ছিল বা কেউ দিচ্ছিল না এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় ছিল না।

> "সমন্বয়হীনতার কারণে সেবাগত ঘাটতি প্রকট হয়ে দেখা গেছে। শুধু একটি বা দুটি সংস্থা নয়। বরং একই সময়ে সবার এই ধরনের সমস্যা ছিল।"

34. সন্ত্রাসী হামলার ভয়ংকর বর্ণনা বারবার বলতে হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য সমন্বয়হীনতা আরো অতিরিক্ত কষ্ট ডেকে এনেছে।সন্ত্রাসী হামলার প্রায় 18 মাস পরেও তাদেরকে প্রায় একই গল্প বারবার বলতে হয়।

35. বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের ঘাটতি এবং সমস্যা কাটিয়ে উঠার নিমিত্ত বাস্তবতাভিত্তিক সমাধান বের করার প্রতি অনীহা প্রদর্শনের কারণে সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করার সমস্যা আরো বেশি বেড়ে গিয়েছে।

> "আলাদাভাবে কাজ করা সংগঠনগুলো এমনকি নিজেদের মধ্যেও তথ্য শেয়ার করেন না।ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে একই সংস্থার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাছে একই তথ্য বারবার বলতে হয়েছে। এটা স্পষ্ট হয়েছে যে সংগঠনগুলো 'প্রাইভেসি অ্যাক্ট 1993' মেনে চলেন এবং তাই তারা বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে তথ্য শেয়ার করেন না।"

36. কয়েকজন পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, একাধিক সংস্থার সাথে কাজ করার পরিবর্তে বরং একটি সংস্থার সাথে কাজ করাটা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য মঙ্গলজনক হতো।

37. তারা আরো বলেছেন, শরণার্থী ও অভিবাসী পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য এই সমস্যাগুলো আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে।

> "ভিক্টিম হিসেবে সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পেতে ও অধিকার আদায় করে নিতে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা ও আইনি মারপ্যাঁচ আছে তা কেটে উঠে সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পেতে তারা কম সক্ষম।"

38. শরণার্থী বা অভিবাসী ক্যাটাগরিতে নিউজিল্যান্ডে থাকা পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে যে সেবা দেওয়া হয়েছে তাতে সাংস্কৃতিক বোধগত ঘাটতির পাশাপাশি তাদের বিশেষ প্রয়োজনের সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না মর্মে তারা মনে করেছেন।

39. একটি উদ্বেগ বারবার প্রকাশিত হয়েছে যে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো সবার জন্য একই সংজ্ঞা ব্যবহার করেন নি এবং উক্ত সংজ্ঞায় ভিন্ন সংস্কৃতির উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভিক্টিম্‌স রাইট্‌স অ্যাক্ট 2002 ,[1] -এর সংজ্ঞার তুলনায় পরিবারের ধারণাটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে।

> সংস্থাগুলো পশ্চিমা ধারণার একক পরিবারকে গ্রহণ করে থাকেন এবং তারা অন্যান্য দেশে পরিবারের যে সংজ্ঞা আছে তা মানতে নারাজ।

40. সরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পরিবারের সংজ্ঞা অনুযায়ী সরকারি সেবা লাভে অসুবিধা হচ্ছিল মর্মে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন। বিশেষত, তথ্যগত বিভ্রান্তি এবং সামঞ্জস্যহীনতার কারণে। ফলে সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে যাদের অবস্থা সংকটাপন্ন ছিল উক্ত হামলার পরে তাদেরকে আরো বেশি স্বাস্থ্যগত, আর্থিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

41. আমরা আরো শুনেছি যে, 'ভিক্টিম' তথা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি শনাক্ত করার ক্ষেত্রে একই ধরনের মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়নি। আমরা জানতে পেরেছি যে, সরকারি সংস্থার যে কর্মচারী কর্মরত ছিলেন তার মর্জির উপর ভিত্তি করে সেবা প্রাপ্তির ধরন ভিন্ন হতো। অনেকে একই রকম জখমের বিপরীতে ভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন। ফলে তারা এই বিষয়ে অনুসিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো সেবা ও সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করেছেন। এ কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের একে অপরের মধ্যে রাগ দেখা গেছে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়েছে।

---

[1] ধারা 4, ভুক্তভোগী অধিকারমালা আইন 2002

42. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে কয়েকজন বলেছেন, উন্মুক্তভাবে জনসাধারণের সম্মুখে মন্ত্রীরা যেসব সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন এবং সরকারি কর্মচারী কর্তৃক তা প্রয়োগ করার বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তাছাড়া আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, সরকারি সংস্থার কর্মচারীরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলেও পরবর্তীতে তারা তা পূরণ করেন নি এবং প্রায় সময় কোন ধরনের ব্যাখ্যা না দিয়ে উক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদেরকে আরো অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের সুযোগ না দিয়ে বা তাদেরকে কোন কিছু না জানিয়ে তাদের সাহায্যপ্রাপ্তির অনুরোধসমূহ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

সাহায্য প্রদান প্রক্রিয়ায় নমনীয়তার ঘাটতি

43. সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে অনেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও আমরা শুনেছি যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত ছিল না এবং যারা সাহায্যপ্রাপ্তির যোগ্য ছিল তাদেরকে যথাযথভাবে তাদের অধিকারের ব্যাপারে অবহিত করা হয়নি। তাছাড়া আরো জানানো হয়েছে যে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য প্রদান করার ক্ষেত্রে সবাইকে এক পাল্লায় মেপে সবার জন্য এক সমাধান (One size fits all) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যা পর্যাপ্ত ছিল না।

> "যদিও সরকারি সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্য ভালো ছিল, তথাপি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। একই তথ্য বারবার এসেছে যে, তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজন অনুধাবন করা এবং তা পূরণ করার জন্য সরকারি সংস্থাগুলো সুপ্রস্তুত নয়।"

44. আমরা আরো শুনেছি যে, সরকারি সংস্থা কর্তৃক যে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে তা স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে উদ্ভূত। এই সেবা ও সহযোগিতার মধ্যে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ও দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজনের বিষয়গুলো আমলে নেওয়া হয়নি। তারা স্বনির্ভর হয়ে বাঁচার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছেন। এর মধ্যে সরকারি সংস্থা থেকে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ নেওয়ার পরিবর্তে ব্যবসার জন্য সুদমুক্ত ঋণ (তাঁদের ধর্মে সুদের ব্যাপারে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে)-এর কথা তারা বলেছেন।

45. কিছু লোক মনে করত যে এক্সিডেন্ট কম্পেনসেশন কর্পোরেশন (দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ কর্পোরেশন) এর সিস্টেমে এধরণের ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত নমনীয়তা নেই, এবং আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাত দ্বারা সংঘটিত যেমন বুলেটের খন্ড থাকা এবং নার্ভের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, এক্সিডেন্ট কম্পেনসেশন কর্পোরেশনের প্রত্যাশাসমূহ এবং তাদের সুস্থ হওয়া সম্পর্কে প্রাপ্ত চিকিৎসা পরামর্শের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ফলে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি হতাশ হয়ে পড়েন। চিকিৎসা পরামর্শ যেভাবে প্রদান করা হয়েছিল সেভাবে কাজ করতে অক্ষম হওয়া স্বত্বেও বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি এক্সিডেন্ট কম্পেনসেশন কর্পোরেশন কর্তৃক কাজে ফিরে যাওয়ার চাপ অনুভব করেছিলেন।

46. অন্যান্য সরকারি সংস্থা সম্পর্কেও একই রকম অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, কিছু মহিলা যাদের স্বামীরা একমাত্র আয় উপার্জনকারী ছিল তারা বলেছিলেন যে তারা তাদের প্রাক বিদ্যালয় শিশুদের কেয়ারে রাখার জন্য সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাপ অনুভব করেছে যাতে তারা কাজের সন্ধান করতে পারে।

47. ইমিগ্রেশন ইস্যুগুলো প্রতিটি পৃথক পরিবার-পরিজন-এর পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত জটিলতাগুলোর ভিত্তিতে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা শুনেছি। এটি বিশেষত সোমালি সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য একটি বিষয় ছিল যারা প্রিয়জনকে হারিয়েছিলেন অথবা সন্ত্রাসী হামলায় বেঁচে গিয়েছিলেন। আমরা শুনেছি যে সন্ত্রাসী হামলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য অভিবাসন ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা স্বত্বেও সোমালি পরিবার-পরিজন বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি পড়েছিল যা তারা মনে করে নিউজিল্যান্ড সোমালি পাসপোর্টকে বৈধ ভ্রমণের দলিল হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে (যদিও এটি শরণার্থী উদ্দেশ্যে কিছু সরকারী খাতের সংস্থা গ্রহণ করেছে)। এটা তাদেরকে সোমালিয়া থেকে পরিবার-পরিজন সহায়তা পাওয়া কঠিন করে দিয়েছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজন এখনো এ ব্যাপারে অগ্রগতি হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

48. কেউ কেউ পরামর্শ দেন যে ইমিগ্রেশন নিউজিল্যান্ড পারিবারিক সহায়তা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিউজিল্যান্ড পরিবার-পরিজন-এর জন্য মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বিশেষ এন্ট্রি ভিসা সৃষ্টি করতে পারে, যাতে করে শোকগ্রস্থ লোকদের উপর প্রশাসনিক বোঝা হ্রাস করা যায়।

49. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে প্রাপ্ত সহায়তায় যে অপূর্ণতা রয়েছে তার কথাও আমাদেরকে বলা হয়েছিল। এটা যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল:

> ... গভীর বিস্তৃত মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি ফৌজদারি প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ার কারণে এবং এই প্রক্রিয়াতে কোন অর্থবহ অংশীদারিত্ব অনুভব না করাতে।

50. ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় ভুক্তভোগীদের স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে আমরা তাদের হতাশা এবং আশা ও আস্থা হ্রাসের কথা শুনেছি, এবং তাদের অনুভূতি যে তাদের কথা শোনা হচ্ছে না। এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা যে সমস্যা এবং উদ্বেগের সম্মুখীন হয়েছিল, তাদের কেউ কেউ নিউজিল্যান্ডের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাতে ভুক্তভোগীদের আরো বিস্তৃতভাবে যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে হয় তার একটি প্রদর্শনী হিসেবে দেখেছে। ভিকটিমস্ কোড-এ নির্ধারিত ভুক্তভোগীদের অধিকারের নীতিমালাগুলোর মধ্যে এবং[2] পুনরায় মানসিকভাবে আহতকরণ সহ অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থার ভুক্তভোগীদের অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

51. কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাদের বলেছিল যে তারা এক বার আদালতে উপস্থিত হওয়ার সময় ভয় অনুভব করেছিল কারণ যখন পরিবার-পরিজন এবং বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা আদালতে প্রবেশ করছিল তখন একজন ব্যক্তি আদালতের বাইরে দাঁড়িয়ে শ্বেত আধিপত্যবাদী মতামত প্রকাশ করছিল।

52. কিছু লোক আমাদের জানিয়েছিল যে যখন পুনরুদ্ধার চাহিদাগুলো বিবেচনা করা হয়, তখন সরকারী খাতের সংস্থাগুলো যারা সন্ত্রাসী হামলা প্রত্যক্ষ করেছিল কিন্তু শারীরিকভাবে আহত হয়নি তাদের পুনরুদ্ধার চাহিদাগুলোর জন্য দায়বদ্ধ মনে করে না। আমরা এই প্রত্যক্ষদর্শীদেরকে বহু মানসিক আঘাতমূলক চাপের মুখোমুখি হতে শুনেছি এবং তারা মনে করে যে তারা ক্ষতিগ্রস্থদের সরকারী সংস্থাগুলোর সংজ্ঞা অনুযায়ী উপযুক্ত নয় বলে অপর্যাপ্ত সহায়তা পাচ্ছেন।

[2] আপনি যখন অপরাধের শিকার হন তখন কীভাবে আপনাকে সাহায্য করা সম্ভব তার জন্য এই ভিকটিমস্ কোডটি ঘোষণা করা হয়েছে- http://www.victimsinfo.govt.nz/support-and-services/victims-rights/victims-code-full-text-version/

স্টাফ বা কর্মীদের সচেতনতার অভাব

53. কিছু লোক মনে করেছিল যে সরকারী খাতের সংস্থাগুলো থেকে তাদেরকে সহায়তা করবে বলা হয়েছিল তাদের সংবেদনশীলতা এবং সচেতনতার অভাব রয়েছে এবং তারা মানসিক আঘাতজনিত লোকদের নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ। আমাদেরকে বলা হয়েছিল:

> ...সংস্থা এবং সংগঠনগুলোকে ক্ষতিগ্রস্থদের "সংবেদনশীল চাহিদা সম্পর্কে আরো সচেতন" হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

54. কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তারা সরকারী খাতের সংস্থাগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তারা বা তাদের পরিবার-পরিজন দৃশ্যমানভাবে অভিভূত হলে কর্মীরা প্রতিক্রিয়াশীল ছিন না বলে অনুভব করেন। কিছু লোক যখন তথ্যকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করতে সক্ষম তখনও তাদেরকে মাঝে মাঝে মাত্রাতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করা হত:

> ... যেখানে স্বযত্নে শ্রবণ করা উচিত, সেখানে তথ্যের এক মহাপ্লাবন হয়েছে; যেখানে অবিলম্বে পক্ষ সমর্থন থাকা উচিত সেখানে হয়েছে অফুরন্ত সভা সাক্ষাত।

55. এতে কেউ কেউ প্রশ্ন উথাপন করেছিল যে সরকারী খাতের সংস্থার কর্মীদের মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত লোকজন মোকাবেলায় যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ বা সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল কি না।

অধ্যায় 3: একজন মুসলিম হিসেবে নিউজিল্যান্ডে জীবনধারণ

1. বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শী যাদের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করেছি তারা বিদেশ থেকে নিউজিল্যান্ডে চলে এসেছে। তারা এখানে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে যা কয়েক মাস থেকে কয়েক দশক পর্যন্ত। কারো কারো নিকট এটার অর্থ হল নিউজিল্যান্ডের ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা তারা যেখান থেকে এসেছিল সেই জায়গার তুলনায়।

> ভুক্তভোগীদের অনেকে আন্তঃজন্ম মানসিক আঘাত বহন করে, যেটা থেকে তারা নিউজিল্যান্ডে পালিয়ে এসেছিল তাদের প্রিয়জনদের হারিয়ে বা ফেলে রেখে এবং সম্পর্কিতভাবে, এ জাতীয় মানসিক আঘাত হ্রাস করতে অথবা প্রশমিত করতে কোন সহায়তা পদ্ধতি তাদের নেই।

2. আমরা নিউজিল্যান্ড বংশোদ্ভূত কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শী সদস্যদের সাথে কথা বলেছি যারা মুসলমান হয়ে বেড়ে ওঠেছেন। ফলে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করার মতো এমন কোন পেক্ষাপট নেই। আমরা নিউজিল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী লোকদের সাথেও কথা বলেছি যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

নিউজিল্যান্ডকে সাধারণত ইতিবাচকভাবে দেখা হয় তবে সেখানে ব্যাপক বর্ণবাদ, বৈষম্য এবং ইসলামফোবিয়ার (ইসলাম বিদ্বেষ) উপস্থিতি রয়েছে

3. অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, 2019 সালের মার্চ মাসের 15 তারিখের সন্ত্রাসী হামলার পূর্বে নিউজিল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডবাসীদের প্রতি তাদের অভিজ্ঞতাগুলো সাধারণত ইতিবাচক ছিল। তারা বলেছিল যে নিউজিল্যান্ডকে সাধারণত শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ স্থান হিসেবে মনে করা হত এবং তারা কখনো ভাবেনি যে এখানে এ ধরণের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটতে পারে। তারা মনে করত যে অনেক নিউজিল্যান্ডবাসী খুবই গ্রহণশীল এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ। আমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং স্বাগতিক প্রতিবেশীদের কথা শুনেছি। আমরা এমন কাজের জায়গাগুলোর বিবরণ শুনেছি যা লোকদের ধর্মীয় অনুশীলন এবং চাহিদাগুলোর সমন্বয় বিধান করছিল, তাদেরকে শুক্রবারের নামাজে উপস্থিত হতে সময় দিচ্ছিল করা হয় এবং কাজের সময় ইবাদত করার সুযোগ সহ।

4. এই ইতিবাচক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, প্রায় প্রত্যেকেই যাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল তারা ব্যক্তিগতভাবে বর্ণবাদী ঘটনা বা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল অথবা এরকম পরিবার-পরিজন এবং বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে জানত যারা এধরণের অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিল। আমাদের সাথে শেয়ার করা একটি পরিপ্রেক্ষিত হল এটা যে 2019 সালের মার্চ মাসের 15 তারিখের সন্ত্রাসী হামলা ছিল:

> ... মূলধারা থেকে পৃথক কারণ এই আক্রমণগুলোকে মুসলমানদের নিত্যদিনের জীবনের ব্যতিক্রম মনে না করে চূড়ান্ত রূপ হিসেবে দেখা যায়।

5. হিজাব একটি দৃশ্যমান বিশ্বাসের চিহ্ন হওয়াতে মুসলিম নারীরা প্রায়শই নিজেকে বর্ণবাদ বা বৈষম্যের শিকার হতে দেখেন যা পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি। হিজাব পরা অনেক মহিলা যাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা রাস্তায় হয়রানির মুখোমুখি হয়েছিল। কিছু লোক বলেছিল যে তারা তাদের পরিবার-পরিজন এবং বন্ধুরা যারা হিজাব পরে তারা ব্যাপারে চিন্তিত। হিজাব পরিহিত কিছু মহিলা বলেন যে তারা একা বাইরে যেতে আরো ভয় পায়। তারা আমাদের জানায় যে সন্ত্রাসী হামলার পরে তারা জনসমাগম স্থানে যাওয়া এবং তাদের দৈনন্দিন রুটিনের অংশ হিসেবে যে কাজগুলো করত তা করা এড়িয়ে চলেন যেমন তাদের সন্তানদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া বা সন্ধ্যার সময় হাঁটতে যাওয়া। একজন মহিলা আমাদের জানান যে হিজাব আড়াল করার জন্য জনসমক্ষে বেরোনোর সময় তিনি এখন হুডযুক্ত সোয়েটশার্ট পরিধান করেন।

6. কিছু মাতা-পিতা আমাদের বলেছেন হুমকি বা বেদনাদায়ক মন্তব্য শুনতে হয়েছে। তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে বা বাইরে থাকার সময় আমরা যাদের সাথে কথা বলেছিলাম তাদের অনেকে ড্রাইভিং পাস্ট লোকেদের বর্ণবাদী বা ঘৃণাবাদী মন্তব্য শুনেছেন। কিছু লোক এ ধরণের অভিজ্ঞতাগুলোকে মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে ভুল ধারণা বলে মনে করেন যদিও তারা এগুলোকে বেদনাদায়ক বলেও মনে করেছিল।

7. কিছু লোক কর্মক্ষেত্রে অথবা চাকরি সন্ধানের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। লোকজন যে পদগুলোর জন্য আবেদন করছিল সেগুলোর জন্য উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও, চাকরি না পাওয়ার হতাশা ব্যক্ত করেছিল। ঐতিহ্যগত ইংরেজি নাম না থাকাই এর কারণ বলে তাদের ধারণা। কিছু লোক যারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চাকরীর জন্য আবেদন করেছিলেন যার জন্য তারা যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন তারা ভেবেছিলেন যে পক্ষপাতিত্বের কারণে তাদেরকে খুব সীমিত সংখ্যক সাক্ষাৎকারের অফার প্রদান করা হয়। আমরা এক মহিলার কাছ থেকে শুনেছি যিনি চাকরীর আবেদনের উদ্দেশ্যে তার নামটি একটি ঐতিহ্যগত ইংরেজি নামে পরিবর্তন করার পরেই কেবল সাক্ষাৎকারের অনুরোধগুলো পেতে শুরু করেছিলেন।

8. আমাদের সাথে দেখা হওয়া কয়েকজন লোক বলেছিল যে তারা নিউজিল্যান্ড পুলিশকে বর্ণবাদী ঘটনাগুলো ব্যাপারে অবহিত করেছিল, তবে তারা অনুভব করতে পারেনি যে এটার কোন ইতিবাচক ফলাফল হয়েছে। হয় রিপোর্টটি আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি, অথবা তারা মনে করেছেন নিউজিল্যান্ড পুলিশ ঘটনাটিকে গুরুত্বের সাথে নেয়নি। তাদের প্রতিবেদনের জবাবে কী করা হয়েছিল সে ব্যাপারে তাদেরকে নিউজিল্যান্ড পুলিশের কাছ থেকে কিছু জানানো হয়নি। কারো কারো মতে এটা নিউজিল্যান্ড পুলিশের প্রতি তাদের আস্থাকে প্রভাবিত করেছিল এবং এমন সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল যে নিউজিল্যান্ড পুলিশ রিপোর্ট পেলেও কোন পদক্ষেপ নেবে কিনা। এই ধরনের অভিজ্ঞতা মানুষকে নিউজিল্যান্ড পুলিশের নজরে আরো উদ্বেগজনক ঘটনা নিয়ে আসতে নিরুৎসাহিত করেছিল। আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে:

> ... উভয় ক্ষতিগ্রস্থ মসজিদই একমত যে মসজিদে এবং তার আশেপাশে সন্দেহজনক আচরণের একাধিক প্রতিবেদন সত্ত্বেও পুলিশ অপর্যাপ্ত মনোযোগ প্রদান করেছিল ... সম্প্রদায়ের লোকদের জন্যএটি সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি কর্তব্যচ্যুতি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং স্বীকার করে নেওয়ার ব্যর্থতা যে মুসলমানরা বৈষম্য, বলির পাঁঠা হওয়া ছাড়াও শ্বেত আধিপত্যবাদীদের এবং সুদূর-ডানপন্থী চরমপন্থী এবং হুমকির শিকার। সেজন্য পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ যত্ন, সংবেদনশীলতা এবং নজরদারি নিশ্চিত করা উচিত ছিল।

9. অন্যান্য ক্ষেত্রে, লোকজন বলেছিল যে তারা বর্ণবাদী ঘটনার প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে বিব্রতবোধ করেছিল কারণ তারা সম্প্রদায়ের অন্যদের এরকমটি করতে দেখেছিল যেখানে কোন ইতিবাচক ফলাফল ছিল না। একজন ব্যক্তি নিম্নোক্তভাবে এটা আমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন:

> ... এখনই সেই যোগাযোগ নেই কারণ আমাদের মনে হয় একটি সম্প্রদায় হিসেবে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তারা আমাদের সেই অনুভূতি দেয় এবং আমরা পুলিশ থেকে সেই আস্থা বা বিশ্বাস পাই না। যদি তারা আপনাকে ঐরকম অনাস্থার অনুভূতি দেয় তবে আপনি তাদের কাছে কত আর যাবেন। এক সময় এমন একটি অবস্থানে আসবেন যেখানে আপনি তাদের বিশ্বাসও করেন না এবং আপনার মনে হবে যে যা হওয়ার হচ্ছে পুলিশের নিকট যাওয়ার কি দরকার? এটি তখনই খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে কারণ আপনি জানেন যে খারাপ কিছু ঘটছে তবে আপনার এবং পুলিশের মধ্যে অনাস্থা থাকার কারণে বা আপনার এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি বিরাট ফাঁক রয়েছে বলে এবং আপনি ঐসকল লোকদের নিকট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন যারা আপনাকে সত্যিই রক্ষা করতে পারত এবং ঘটনার প্রতিরোধ করতে পারত। সুতরাং আমরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে সেই বিশ্বাস তৈরি করব যাতে দ্বিতীয় স্তরের নাগরিকের মতো বোধ না করি?

10. কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন যে 2019 সালের মার্চ মাসের 15 তারিখের পর থেকে নিউজিল্যান্ডের ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা পরিবর্তিত হয়েছে। যদিও কিছু লোক বলেছেন যে নিউজিল্যান্ডে এখনো তারা নিরাপদ বোধ করেন, অন্যরা বলেছে যে তারা আগের তুলনায় কম নিরাপদ বোধ করেন। সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বেগের কারণে কিছু লোক সংরক্ষিত সম্প্রদায় বা এলাকা এবং তাদের আবাসে সুরক্ষা এবং নজরদারি বাড়িয়ে তোলার দিকে ধাবিত হয়েছে এবং নিউজিল্যান্ড পুলিশকে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সত্যিকারের সম্পর্ক গড়ে তুলতে আরো সক্রিয় হতে বলেছেন। কয়েক জন বলেছেন যে তারা নিউজিল্যান্ড পুলিশকে 2019 সালের মার্চ মাসের 15 তারিখে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে বর্ণবাদী ঘটনার কথা জানিয়েছিল এবং মনে করেছে যে এগুলো গুরুত্ব সহকারে আমলে নেওয়া হয়েছে।

পক্ষপাতের (প্রভাব অচেতন বা অন্যথায়), বিশেষত গণমাধ্যমে

11. আমরা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে শুনেছি, 2019 সালের মার্চ মাসের 15 তারিখে সন্ত্রাসী হামলা অপ্রত্যাশিত ছিল না। আমরা শুনেছি যে:

> ...প্রচুর সংখ্যক লক্ষণ ঐ দিনের ঘটনাগুলো আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছিল, এর সবগুলোই স্পষ্ট ছিল কিন্তু যারা এব্যাপারে কাজ করার ক্ষমতা রাখত তাদের দ্বারা এগুলো উপেক্ষিত হয়েছিল।

12. আমাদের জানানো হয়েছিল যে সরকারী খাতের সংস্থাগুলো সহ ইহা একটি সমাজের প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে প্রায়শই মুসলিম সম্প্রদায় এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আরো বিস্তৃতভাবে ভুল বুঝা হচ্ছিল। লোকজন মনে করত যে সন্ত্রাসী হামলার আগে এবং পরে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে পাবলিক খাতের সংস্থাগুলোর কাজ করার ক্ষেত্রে একটি অচেতন পক্ষপাতিত্ব প্রচলিত ছিল।

> যদিও এটি সম্প্রদায়ের বাইরে অন্যদের নিকট সুস্পষ্ট নাও হতে পারে, তবুও ইসলাম ভীতির সাধারণ আলোচনা এবং সরকারী সংস্থা কর্তৃক মুসলিম সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করার নির্দিষ্ট উপায়গুলোর মধ্যে যোগসূত্রটি ভুক্তভোগীদের প্রতিবেদনে পরিষ্কার।

13. কিছু লোক সময়ের সাথে সাথে বিশেষত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বর্ণবাদী মন্তব্য বৃদ্ধি পাওয়া লক্ষ্য করেছিল। আমরা একটা সাধারণ আবেদন শুনেছি যেন অনলাইন হুমকিকে আরো গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয় এবং এগুলোর তদন্ত করা হয়। আমাদেরকে ইউটিউব ভিডিও এবং ফেসবুক পেজগুলো দেখানো হয়েছিল যা ইসলামফোবিক, বর্ণবাদী বা অন্যান্য ঘৃণ্য অনুভূতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা এবং তাদের নিকট এগুলো অত্যন্ত উদ্বেগজনক ছিল। এই সবগুলো ভিডিও এবং পেজ নিউজিল্যান্ডে বসবাসকারী মানুষদের নিকট থেকে ছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ড পুলিশকে চরমপন্থী বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল, কিন্তু লোকজন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর দ্বারা এ জাতীয় বিষয়বস্তু অপসারণের ক্ষেত্রে খুব কম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখছে। কিছু লোক মনে করেছিল যে তুলনামূলকভাবে ইসলামপন্থী উগ্রবাদী বিষয়বস্তুযুক্ত ওয়েবসাইটগুলোকে আরো সহজেই অপসারণ করা হয়।

...আমাদের এরকম মনে হচ্ছে যেন কমিউনিটি বা সম্প্রদায় হিসেবে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তারা আমাদের ঐরকম অনুভূতি দেয় এবং আমরা [নিউজিল্যান্ড] পুলিশের কাছ থেকে সেই আস্থা পাই না। যদি তারা আপনাকে ঐরকম অনাস্থার অনুভূতি দেয় তবে আপনি তাদের কাছে খুব একটা যেতে চাইবেন না।

ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন সদস্য

14. ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাদের সাথে তাদের বিশ্বাস শেয়ার করেছেন যে নিউজিল্যান্ড এবং আন্তর্জাতিক টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট। আমাদের বলা হয়েছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 2001 সালের সেপ্টেম্বর মাসের 11 তারিখে সন্ত্রাসী হামলার পর থেকে পক্ষপাতিত্বমূলক রিপোর্টিং উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করার ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকার বিষয়ে অনেকে তাদের হতাশার কথা ব্যক্ত করেছিলেন এবং মন্তব্য করেন যে তাদের রিপোর্টিং নিউজিল্যান্ড এবং বিশ্বজুড়ে মুসলিম-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে। আমাদেরকে বলা হয় যে:

> ... মিডিয়া মুসলমানদেরকে খারাপ ও হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করেছে অথবা কমপক্ষে কম-সংখ্যক মুসলিম বিদ্বেষের সমালোচনামূলক বিবরণ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়ে এই ধরনের অবমাননাকে অনুমোদন করেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে এটা প্রতিনিয়ত বর্ণবাদের জন্ম দেয়।

15. বর্ণবাদী বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো আসছে যা রাস্তায় মানুষদের প্রতি চিৎকার করে বলা হয়। কিছু কিছু মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের উপর সংবাদমাধ্যমের নেতিবাচক প্রতিবেদনগুলোর সত্যিকার প্রভাবের কথা আমরা শুনেছিলাম। ক্রাইস্টচার্চের মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের জন্য 2014 সাল থেকে ক্রাইস্টচার্চে উগ্র ইসলাম সম্পর্কিত একটি গল্প গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পরে বিদ্রুপগুলো আরো তীব্রতর হয়েছিল এবং অভিযোগ করা হয়েছিল যে ক্রাইস্টচার্চের একটি নির্দিষ্ট মসজিদে কোন একজন ব্যক্তিকে কট্টরপন্থী করা হয়েছিল। এই মিডিয়ার গল্পটি ক্রাইস্টচার্চ মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর একটি উল্লেখযোগ্য এবং চলমান প্রভাব ফেলেছিল। মসজিদে চলমান ঘটনাসমূহ যেমন অনুপ্রবেশ, হয়রানি এবং চুরির ঘটনা পরের বছরগুলোতে প্রতিবেদিত হয়। 2014 সালের গণমাধ্যমের গল্পটির ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করার সময়, সন্ত্রাসী হামলার বেঁচে যাওয়া একজন ব্যক্তি সেই সময় থেকে ভবিষ্যতে মসজিদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার বিষয়গুলোতে নিজেদেরকে ক্রমবর্ধমানভাবে দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

16. সেখানে এমন একটি ধারণাও ছিল যে 2019 সালের মার্চ মাসের 15 তারিখে যে ব্যক্তি সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছিল তাকে গণমাধ্যম পক্ষপাতদুষ্টভাবে উপস্থাপন করেছিল। গণমাধ্যমের নিবন্ধগুলোতে প্রশ্ন করেছিল যে একটি “ভাল ছেলে” কীভাবে “খারাপ” হতে যেতে পারে? ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা মনে করেন যে যদি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাটি কোন মুসলিম ব্যক্তি ঘটাতে তবে মিডিয়া ঐ ব্যক্তিটিকে অন্যরকমভাবে উপস্থাপন করত এবং সে আগে একজন ভাল ছিল কিনা সেটা নিয়ে ভাবতো না।

অধ্যায় 4: সন্ত্রাসী ব্যক্তির ব্যাপারে উত্থাপিত প্রশ্নাবলী এবং তার ব্যাপারে সরকারী খাতের সংস্থাগুলো কি জানত

1. কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শী যাদের সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল তারা আমাদেরকে যে ব্যক্তি সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়েছিল তার বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল অথবা তার ব্যাপারে তাদের মতামত জানিয়েছিল। তারা বিশ্বাস করেন যে এই ব্যক্তিটি 2019 সালের মার্চ মাসের 15 তারিখে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পূর্বে মসজিদ আন-নূর এবং লিনউড ইসলামিক সেন্টার পরিদর্শন করেছিল। তারা একজন ব্যক্তির বর্ণনা প্রদান করেছেন, তারা বিশ্বাস করেন যে তিনি সেই ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম সহ অন্যদের সাথে এই লোকের কথোপকথনে একটা এড়িয়ে যাওয়ার ভাব ছিল। নামাজের সময় সহ মসজিদে তার হাবভাবে বুঝা যাচ্ছিল যে তিনি মসজিদে নিয়মিত আসেন না।

2. অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা বুঝতে পারেননি যে সনাক্তকরণ ব্যতিরেকে ঐ ব্যক্তিটি কীভাবে প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনার কর্মকান্ড সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা বিশ্বাস করেন যে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য তিনি অবশ্যই বন্ধু-বান্ধব অথবা অনলাইন গোষ্ঠীর সহায়তা পেয়েছিলেন। তারা আরো বিশ্বাস করেন যে পরিকল্পনার প্রয়োজনের কারণে ইহাতে একাধিক ব্যক্তি অবশ্যই এই সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত ছিল এবং কিছু লোক ঐ ব্যক্তিকে সন্ত্রাসী হামলার সময় অন্য লোকদের সাথে কথা বলতে শুনেছেন বলে জানিয়েছিল।

3. সন্ত্রাসী হামলার জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে যে সকল ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাদের সাথে কথা বলেছিল তারা রয়্যাল কমিশনের রিপোর্টের কিছু মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর চাইছিল, যেখানে অন্তভূর্ক্ত রয়েছে:
   - সন্ত্রাসী হামলা চালাতে কি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা পেয়েছিলেন?
   - সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সকল অস্ত্র ও সরঞ্জাম কিনতে কিভাবে সমর্থ হল?
   - কীভাবে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে এত পরিমাণ গোলাবারুদ সংগ্রহ করলেন?
   - জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী তিনি ট্রাভেল অ্যাডভাইসরি সতর্কবার্তার অধীনে ছিলেন। তাহলে, কেন নিউজিল্যান্ডে প্রবেশের সময় তাকে ইমিগ্রেশন কর্তৃক আরো ভাল করে পরীক্ষা করা হয়নি?
   - তিনি কীভাবে মসজিদ আন-নুর বা লিনউড ইসলামিক সেন্টারে প্রবেশ করার ‘উপযুক্ত সময়’ সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন?

4. ঐ ব্যক্তি এবং সরকারী খাতের সংস্থাগুলো তার সম্পর্কে কী জানত সে ব্যাপারে সম্প্রদায় কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রশ্নগুলো এবং অন্যান্য প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের প্রতিবেদনে দেওয়া আছে।

অধ্যায় 5: ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক প্রস্তাবিত সমাধানগুলো

1. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে আমাদের সাক্ষাতের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল তাদের কথা শোনা। তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উদ্বেগগুলো জানানোর পাশাপাশি তাদের অনেকে উত্থাপিত সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে অনেকে আমাদেরকে তাদের পরামর্শও প্রদান করেছিলেন।

2. আমাদের বলা হয়েছিল যে রয়্যাল কমিশন অফ ইনকয়েরি এবং ঐ ব্যক্তির বিচার সহ প্রক্রিয়াসমূহে অংশ নেওয়ার পূর্বে কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সুস্থ হওয়ার জন্য সময় প্রয়োজন। এই জাতীয় প্রক্রিয়াগুলোর সময়সীমাবদ্ধ প্রকৃতির কারণে তাদের ব্যক্তিগত পুনরুদ্ধারের ক্ষমতায়নের অংশ হওয়া স্বত্ত্বেও কিছু লোক অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। আমাদের নিকট একটি প্রস্তাব রাখা হয় যেখানে দীর্ঘমেয়াদী পুনরুদ্ধার বিচার প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যা সময়সীমাবদ্ধ নয়। প্রক্রিয়াটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মাধ্যমে তাদের চলমান জটিল চাহিদাগুলো মোকাবেলার জন্য নকশা করা হবে। এই জাতীয় প্রক্রিয়া ভুক্তভোগীদেরকে জবাবদিহিতা, আরোগ্যের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতাগুলো ব্যক্ত করা এবং ন্যায়বিচার চাওয়ার একটি সুযোগ প্রদান করবে। সময়ের সীমাবদ্ধতা না থাকলে প্রক্রিয়াটি ঐ সকল ব্যক্তিদের উপযুক্ত সময় প্রয়োজনীয় সহাযতার ব্যাপারে সম্পৃক্ত হতে সক্ষম করবে। এবং এইভাবে তাদের নিজস্ব আরোগ্যলাভকে মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা হবে।

3. আমাদের বলা হয়েছিল যে নিউজিল্যান্ড পুলিশ এবং হাসপাতালগুলোর প্রতিক্রিয়া সহ সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি স্বাধীন মূল্যায়ন প্রদান এবং সকল বকেয়া প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা নিশ্চিত করতে একটি করোনিয়াল তদন্ত আয়োজন করা উচিত।

4. আমাদের প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়াতে এবং আমাদের সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন করার সময় সরকার ও সরকারী খাত সংস্থাগুলোর স্বচ্ছতার গুরুত্বের ব্যাপারে আমরা কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শী এবং মুসলিম কমিউনিটি রেফারেন্স গ্রুপের সদস্যদের কথা শুনেছি। আমাদের বলা হয়েছিল যে আমাদের প্রতিবেদনটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার এবং সরকারী খাতের সংস্থাগুলোকে নজরদারি করার দায়িত্ব একা সম্প্রদায়গুলোর উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে পাইক রিভার রি-এন্ট্রির জন্য দায়বদ্ধ মন্ত্রীর মতোই ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং সন্ত্রাসী হামলার প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য এবং রয়্যাল কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য একজন মন্ত্রী দায়ী থাকবেন এবং সকল প্রাসঙ্গিক সরকারী খাতের সংস্থাগুলো সেই মন্ত্রীর নিকট রিপোর্ট করবে।

মসজিদে বর্ধিত নিরাপত্তা

5. কিছু লোক চলমান ভিত্তিতে মসজিদ আন নূর এবং লিনউড ইসলামিক সেন্টার এবং অন্যান্য মুসলিম সমাবেশ স্থানগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিল। প্রস্তাবিত সুরক্ষা সমাধানগুলোর মধ্যে রয়েছে নিউজিল্যান্ড পুলিশের উপস্থিতি বজায় রাখা, মাসজিদের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত না করা, সিকিউরিটি ক্যামেরা স্থাপন করা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ। এর অর্থায়নের জন্য সরকারী সংস্থাপনের দরকার হবে। আমাদেরকে আরো পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিল যে শুধুমাত্র মসজিদে নয়, সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা উচিত।

মানবাধিকার, বৈচিত্র্য গ্রহণ এবং ক্ষতিকর চরমপন্থার প্রভাব হ্রাস করা

6. আমরা যাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি তাদের প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন যে বর্ণবাদ ও বৈষম্যতাকে মোকাবেলা করা নিউজিল্যান্ডকে অধিকতর নিরাপদ করে তুলবে এবং ভবিষ্যতে সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে। তারা বলেন যে বর্ণবাদ নির্মূলের মূল চাবিকাঠি পুরো নিউজিল্যান্ড সমাজে সচেতনতা বাড়ানোর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

> এই বিদ্বেষের মূল অবশ্যই উপড়ে ফেলা উচিত। গণমাধ্যমের সাহায্যে বর্ণবাদ নির্মূল করা যায়। শান্তিপূর্ণ বার্তা প্রদান করা উচিত।

7. কিছু লোক পরামর্শ প্রদান করেন যে নিউজিল্যান্ডকে ঘৃণাজনিত অপরাধ এবং ঘৃণাবাচক বক্তব্যের ব্যাপারে আরো কঠোর হওয়া উচিত। কিছু লোক পরামর্শ দেন যে ধর্মীয় ভিত্তিতে মানুষের বিরুদ্ধে বৈরিতাকে ঘৃণা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মানবাধিকার আইন 1993-এ ঘৃণাবাচক বক্তব্যের সংজ্ঞাটিকে সম্প্রসারিত করা উচিত।

8. বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ধর্ম সম্পর্কে মানুষকে কীভাবে শেখানো যায় এবং নিউজিল্যান্ড সমাজে বৈচিত্র্যের গুরুত্বের ব্যাপারে লোকজন আমাদেরকে বিভিন্ন ধারণা জানিয়েছিল। এই ধারণাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- বর্ণবাদী ঘটনার প্রতিবেদন কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ;
- বর্ণবাদ বিরোধী প্রচারণা;
- বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ধর্ম সম্পর্কে জনসচেতনতা প্রচারণা;
- বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কিত শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম সম্প্রসারণ;
- নিউজিল্যান্ড জুড়ে মসজিদগুলোকে কমিউনিটি কার্যক্রম আয়োজন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো;
- ঈদের মতো নির্দিষ্ট কিছু মুসলিম অনুষ্ঠান উদযাপন করতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অর্থায়ন এবং আয়োজন যেরকম অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন মাতারিকি, চাইনিজ নববর্ষ এবং দীপাবলি উদযাপন করার ক্ষেত্রে অনেকে করে থাকে; এবং
- মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতাদের ইসলাম সম্পর্কে একটি উন্মুক্ত আলোচনায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কিত সংলাপে জড়িত হতে আমন্ত্রণ জানানো।

এই বিদ্বেষের মূল অবশ্যই উপড়ে ফেলা উচিত। গণমাধ্যমের সাহায্যে বর্ণবাদ নির্মূল করা যেতে পারে। শান্তিপূর্ণ বার্তা প্রদান করা উচিত।

ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন সদস্য

নিউজিল্যান্ডের জাতীয় নিরাপত্তা পদ্ধতিতে উন্নতিসমূহ

9. কিছু লোক যাদের সাথে আমরা দেখা করেছি তারা নিউজিল্যান্ডের জাতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতির কথা বলেছেন। তারা মনে করেন যে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে আরো সক্রিয় হওয়া উচিত। বিশেষভাবে তারা পরামর্শ প্রদান করেন যে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুসলিম বিরোধী, চরম ডানপন্থী এবং দুর্বল সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যান্য হুমকির উপর নজরদারি বাড়াতে হবে এবং অনলাইন হুমকিগুলো আরো গুরুত্বের সাথে নেওয়া উচিত।

> ইসলামী ধর্মের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ও দর্শন সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এবং ভয় দীর্ঘকাল থেকেই রয়েছে এমনকি শান্তিপূর্ণ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজে যেখানে ইসলাম একটি সংখ্যালঘু ধর্ম হিসবে বিদ্যমান। এই ধরনের ভুল বোঝাবুঝি শ্বেত আধিপত্যবাদী উগ্রপন্থীদের হাতে হামলার আদর্শিক ভিত্তি তৈরি করেছিল। এজন্য এই ধরনের ভুল বোঝাবুঝি সিস্টেম কেন্দ্রিক ব্যবস্থার সাধারণ সমস্যাগুলোকে আরো বাড়িয়ে তোলার সুযোগ না দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

10. কিছু লোক ক্রমবর্ধমান হুমকি দ্রুত চিহ্নিত করতে বৃহত্তর নিউজিল্যান্ড ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির (নিউজিল্যান্ড গোয়েন্দা সম্প্রদায়) কর্মীদের আরো প্রশিক্ষণের সুপারিশ করেছিলেন।

11. আমাদের বলা হয়েছিল যে সরকারী খাতের সংস্থাগুলোকে সাংস্কৃতিক দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি সহ উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন লোক নিয়োগ ও এই দক্ষতার বিকাশ সাধন করা উচিত, যাতে তারা বুঝতে পারে:

- মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত লোকজন এবং সম্প্রদায় তাদের আরোগ্যলাভের চাহিদাগুলো কি কি সমস্যার মোকাবেলা করছে;
- মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের সাথে যারা কাজ করে তারা যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন ও ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ সহায়তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা;
- সন্ত্রাসবাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন লোকজন কীভাবে তথ্য গ্রহণ এবং তার প্রক্রিয়াজাত করবে;

  > সমর্থনকারী সংস্থাগুলোর পক্ষে এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন ভুক্তভোগীরা মানসিকভাবে পীড়িত হচ্ছে তখন তথ্য প্রক্রিয়া করা তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। মানসিক আঘাত তথ্য প্রক্রিয়াকরণকে বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করতে পারে।

- অসুরক্ষিত আঘাতপ্রবণ সম্প্রদায়ের সাথে কীভাবে আস্থাভিত্তিক, সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে; এবং

  > ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের কথা সক্রিয়ভাবে শ্রবণ করা, সহায়তা করা এবং তাদেরকে যথাযথভাবে এ ব্যাপারে জড়িত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ – এই তিনটিই অবিচ্ছেদ্য-,যা পালাক্রমে তাদের উপযুক্ত পরিষেবা এবং সহায়তা প্রদান করতে সাহায্য করবে।

- মানসিক আরোগ্যলাভে সহায়তা করার ক্ষেত্রে সম্প্রদায় জড়িত কর্মকান্ডগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

  > টোকেনিস্টিক বা নিষ্ক্রিয় উপস্থিতি সরবরাহ করার পরিবর্তে পুলিশকে সম্প্রদায়ের সাথে যত্ন ও সতর্কতার প্রকৃত সম্পর্ক গঠনে সক্রিয় হওয়ার এবং সম্প্রদায়ের চাহিদা এবং নিরাপত্তায় মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

12. আমাদের আরোগ্যলাভ করার একটি মানব-কেন্দ্রিক (আরো নির্দিষ্টভাবে, বেঁচে থাকাদের সুস্থতা-কেন্দ্রিক পদ্ধতির গ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছিল। এটার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বেঁচে যাওয়া লোকদের কথা শোনার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এবং তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের বিকাশে সম্পৃক্ত করা।

> ভুক্তভোগীদের কণ্ঠস্বরকে উন্নীত করা সর্বজনীন। ভুক্তভোগীদের মধ্যে মূল বিষয়গুলোর সমাধানের জন্য চিন্তা-ভাবনাগুলোর পাশাপাশি গুরুগম্ভীর অনুভূতি রয়েছে তবে এই চিন্তা-ভাবনাগুলো প্রকাশের জন্য তাদের লড়তে হয়।

13. আমাদের বলা হয়েছিল যে একটি মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ সমস্যা সমাধান এবং সমাধান অনুসন্ধানের উপর জোর দেবে এবং এটা সহজাতভাবে ভবিষ্যত-কেন্দ্রিক। বিকল্প, পদ্ধতি-কেন্দ্রিক অভিগমন যার অভিজ্ঞতা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা পেয়েছেন তাতে সাহায্য প্রাপকদের প্রয়োজনের পরিবর্তে ঝুঁকি বা সমস্যার প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রাধান্য পায়।

14. আরো সুপারিশ করা হয়েছিল যে তাদের প্রস্তুতি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকারী খাতের সংস্থাগুলো যেন সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদী আরোগ্যলাভের চাহিদাগুলোর জন্য পরিকল্পনা করে এবং এই পরিকল্পনাগুলো নমনীয় এবং অভিযোজ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেভাবে একজন বেচেঁ যাওয়া ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেটা সম্প্রদায়গুলো যে ঘটনা থেকে আরোগ্যলাভ করছে এমন ঘটনার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে। একইভাবে, বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রায়ই পরিবার-পরিজন-কে বিভিন্নভাবে শ্রেণীভুক্ত করে এবং এটাকে বিবেচনায় নেওয়া দরকার।

অধ্যায় 6: ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়সমূহ

1. যে দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে আমরা দেখা করেছিলাম, বিশেষত এজন্য যে তারাই সভাগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং আমাদের নিকট তারা কী চায় তা নিয়ে আলোচনা করেছিল, যার অর্থ হল আমাদের নির্দেশের শর্তাবলীর বাইরের বিষয়গুলো সম্পর্কেও অনেকে তাদের চিন্তাভাবনা এবং মতামত প্রদান করেছিল।

2. যেমনটি আগে এই নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের নির্দেশের শর্তাবলীতে নিউজিল্যান্ডের জনগণকে আশ্বাস প্রদান করাই ছিল আমাদের কর্তব্য। এজন্য আমরা মনে করি যে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শী যাদের সাথে আমরা সাক্ষাত করেছি তাদের জন্য যে ইস্যুগুলো উল্লেখযোগ্য সেগুলো নথিভূক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

সন্ত্রাসী হামলার প্রতি নিউজিল্যান্ড পুলিশের পাল্টা জবাব

3. সন্ত্রাসী আক্রমণ মোকাবেলায় প্রতিক্রিয়াকারীরা কি করেছিল এবং কতটা প্রস্তুত সে সম্পর্কে অনেক লোকের ধারণা আমরা শুনেছিলাম। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে আমাদের সকল সভায় এটি প্রায়শই উত্থাপিত একক ইস্যু বা বিষয় ছিল।

4. আমরা যাদের সাথে সাক্ষাত করেছি তারা ক্ষোভ, শোক, হতাশা এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে নিউজিল্যান্ড পুলিশের মসজিদ আন-নুরের অভ্যন্তরে আসতে এবং ঘটনাস্থলে নিউজিল্যান্ড পুলিশ বেষ্টনীর মাধ্যমে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের অনুমতি পেতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। আমরা যাদের সাথে দেখা করেছি তাদের প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন যে যদি আহত ব্যক্তিদের দ্রুত চিকিৎসা প্রদান করা হত তবে আরো বেশি মানুষের জীবন বাঁচানো যেত।

> এমন একটা ধারণা আছে যে, বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষেত্রে সক্রিয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পুলিশ পর্যাপ্ত এবং যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে এক প্রকার অক্ষমতা প্রদর্শন করেছিল।

5. আমরা এই বিষয়ে অনেক লোকের কথা শুনেছি যারা হতাশগ্রস্থ ছিল যে নিউজিল্যান্ড পুলিশ মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যান্য মসজিদসমূহ ও জমায়েত স্থানগুলোকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তারা বিশ্বাস করেন যে নিউজিল্যান্ড পুলিশ যদি সেই জায়গায় দ্রুত মোতায়েন করা হত তবে লিনউড ইসলামিক সেন্টারে অনেক লোকের জীবন বাঁচানো যেত। আমাদের বলা হয়েছিল যে কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া মানুষ এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের অভিজ্ঞতাগুলো তারা যেই দেশ থেকে নিউজিল্যান্ডে এসেছিল সেই দেশের অনুরূপ পরিস্থিতি বা বন্দুক সহিংসতার অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করছিল, সেখানে সংস্থাগুলোকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে

> ... পরিস্থিতির তাৎক্ষণিকতার ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল এবং মনোযোগী।

6. 2020 সালের নভেম্বর মাসের 8 তারিখে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে থাকা এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমাদের জানানো হয়েছিল যে সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে নিউজিল্যান্ড পুলিশ এবং হাসপাতালগুলোর প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাদের এখনো অনিষ্পন্ন প্রশ্ন রয়েছে।

7. [7]অনেক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া এবং প্রত্যক্ষদর্শীগণ বলেন যে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মাইক বুশ (Mike Bush) সন্ত্রাসী হামলার বিষয়ে নিউজিল্যান্ড পুলিশের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে একটি স্বাধীন পর্যালোচনা ঘোষণা করেছিলেন। অনেক ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে থাকা এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা হতাশাবোধ করেন যে পর্যালোচনার ফলাফলগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি এবং ইহা এতদিনে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া এবং প্রত্যক্ষদর্শীগণ মনে করেন যে এর ফলে নিউজিল্যান্ড পুলিশের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আস্থা আরো হ্রাস পেয়েছে। কিছু ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে যাওয়া এবং প্রত্যক্ষদর্শীগণ সন্দেহপ্রবণ ছিলেন যে পর্যালোচনাটি এমন অনেকগুলো দোষ চিহ্নিত করেছে যার ব্যাপারে নিউজিল্যান্ড পুলিশ স্বচ্ছ হতে চায় না।

বিচার ব্যবস্থার সাথে অপরাধী ব্যক্তির মিথষ্ক্রিয়া

8. কিছু লোক আমাদেরকে বলেছেন যে নিউজিল্যান্ডে কারাগারের অবস্থা দোষী ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট কঠোর নয়। কয়েক ব্যক্তি পরামর্শ প্রদান করেন যে সন্ত্রাসী হামলার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তির জন্য মৃত্যুদণ্ডই হবে উপযুক্ত শাস্তি।

9. কয়েকজন ব্যক্তি উদ্বেগ ও হতাশাকে প্রকাশ করেন যে কারাগারে থাকাকালীন অবস্থায় সন্ত্রাসী সমমনা লোকদের কাছে সংবাদ পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। তারা প্রশ্ন তুলেছিল কীভাবে এটি ঘটতে দেওয়া হয়েছে এবং ডিপার্টমেন্ট অব কারেকশন্স (সংশোধন বিভাগ)-এর নিকট থেকে জবাবদিহি চেয়েছিলেন। কারাগারে থাকা উগ্রপন্থীদের তাদের ক্ষতিকারক দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে দেওয়া বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা শুনেছি।

পরিশিষ্ট: এই নথি প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া

1. আমরা সভা, উপস্থাপন এবং অন্যান্য মিথস্ক্রিয়তার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে থাকা ব্যক্তি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে সাক্ষাৎ প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রচুর পরিমাণ উপাদান পেয়েছি। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে থাকা ব্যক্তি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে একান্তভাবে বৈঠক করা হয়েছিল, কিন্তু যাদের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়েছিল তাদের অনুমতি নিয়ে আমরা যা শুনেছি তার রেকর্ড ধরে রাখতে রয়্যাল কমিশন নোট নিয়েছিল।

2. সাধারণ থিম এবং আলোচনার বিষয়গুলো সনাক্ত করতে আমরা আমাদের নোটগুলো এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার-পরিজন, বেঁচে থাকা ব্যক্তি এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য উপাদানের সমন্বয় করেছি। তাদের সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়ার ব্যক্তিগত প্রকৃতিকে সম্মান করে আমরা নির্দিষ্ট লোকদের সঠিক অভিজ্ঞতা উদ্ধৃত করার পরিবর্তে এখানে সাধারণভাবে তাদের গল্প, অভিজ্ঞতা এবং প্রমাণাদি নথিভূক্ত করেছি। যেখানে উদ্ধৃতিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে সেখানে আমরা সেগুলোর ব্যবহারের জন্য অনুমতি চেয়েছিলাম এবং আমরা তা পেয়েছি।

3. এই নথিটি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের গল্প, অভিজ্ঞতা এবং প্রমাণ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি বা মন্তব্য করেনি এবং একটি মতামতকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়নি। বরং এই নথির উদ্দেশ্য হল 51 জন শহীদদের পরিবার-পরিজন, বেঁচে থাকা ব্যক্তি এবং সন্ত্রাসী হামলার প্রত্যক্ষদর্শী এবং তাদের পরিবারের মতামতকে যথাযথ স্থান দেওয়া। এই মতামতগুলো স্বযত্নে শ্রবণ করার উপযুক্ত।